ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 October, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২৬ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমার থেকে একা ত্রিপুরায় কেউ নন ঃ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। মুখ্যমন্ত্রীর চাইতে একাকীত্বের জীবন কোনও ব্যক্তির নেই। সোমবার গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার জামজুরিতে গিয়ে শৈশবের কথা মনে করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের গলায় এভাবেই আবেগের সুর ভেসে উঠেছে। তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয় বলেন, বাড়ি-গাড়ি, নিরাপত্তা রক্ষী সব রয়েছে আমার। তবুও আমার থেকে একা এই ত্রিপুরায় কেউ নন।

আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী জামজুরিতে আদর্শ গ্রাম অভিযান প্রকল্পের সূচনা করেন। তখন তিনি জামজুরি স্কুল পরিদর্শন করেন। এই স্কুলেই তিনি ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই স্কুলের সাথে তাঁর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। শৈশবের স্মৃতিই আজ তাঁকে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

আদর্শ গ্রাম অভিযান প্রকল্পের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ অনেকদিন পর আপনাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর কথায়, এই মাঠেই দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হতো। আমরা সেই পূজায় অংশ নিতাম। এখানে অনেকে আছেন যাঁরা আমার সাথে নেচেছেন, বসেছেন, আড্ডা দিয়েছেন। আমি এখনও কিছুই ভুলেনি। তবে আপনাদের দেওয়া কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মনে হতেই পারে মুখ্যমন্ত্রী ভীষণ সুখে রয়েছেন। কিন্তু আমাকে একা থাকতে হয়, আক্ষেপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। সদর উত্তরের বামুটিয়ার কামাল ঘাটে পথদুর্ঘটনায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিমল সরকার। বাইক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।বাইক দুর্ঘটনায় বিমল সরকার নামে এক যুবকের মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিমল সরকার গ্রামে ওই যুবক বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বিমল সরকার নামে ওই বাইক চালক।তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

বজ্রপাতে হৃদরোগে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলেফা, ১২ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সবকটি এলাকায় ঘরের কোণে বজ্রপাতের ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম লিপিকা দেবনাথ।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে লিপিকা দেবনাথ এর মাটির দেওয়াল ঘরের কোণে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। বজ্রপাতের ফলে মাটির দেওয়াল গুটি ধসে পড়েছে।বিকট আওয়াজ এর ফলে ঘরে থাকা লিপিকা দেবনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শেষ রক্ষা করা যায়নি।বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ এর ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হন লিপিকা দেবনাথ নামে ওই মহিলা।হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।লিপিকা দেবনাথ এর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এসপিও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে আরো গতিশীল করতে ইতিমধ্যেই এসপিও নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক এসপিও নিয়োগের জন্য পুরুষ ও মহিলা প্রত্যাশীরা আবেদন পত্র জমা দিয়েছে। যারা আবেদন পত্র জমা দিয়েছে তাদেরকে ইতিমধ্যে নিজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনজীবী ভাস্কর দেব মৃত্যু মামলার পরবর্তী শুনানী ১৭ই নভেম্বর হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। ২০২০ সালের ৭ মার্চ আইনজীবী ভাস্কর দেব রায় জিবি হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এই নিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আইনজীবী পুলক সাহা এই মামলাটি করেন। মামলার শুনানি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সোমবার এই মামলাটি উচ্চ আদালতে উঠলে ফের একবার মৃতের মাকে ক্ষতিপূরণের বিষয় উত্থাপন করা হয়। আগামী ১৭ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে। সেই দিন ফের একবার ভাস্করের মায়ের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি উত্থাপন করা হবে বলে জানান আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন।

রাজ্যে ফিরলেন ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। দীর্ঘ ৩২ দিন পর বহিঃরাজ্যে চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার প্রদীপ ভৌমিক। সোমবার বিকেলে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে রাজ্যে ফিরেন রাজ্যের বিশিষ্ট স্বনামধন্য চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিক। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানায় তার পরিবারের সদস্যসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধরা। গত ৯ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯০ লক্ষ টাকার বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার, আটক দুই, পুলিশের ভূমিকায় রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। ত্রিপুরাকে নেশা সামগ্রী পাচারের প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজ আবারও প্রমাণিত হয়েছে। সোমবার আগরতলার বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় একটি গুদামে অভিযান চালিয়ে ৩০ হাজার বেআইনি ফেন্সিডিল ও এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সংগঠিত অভিযানে এই সাফল্য মিলেছে বলে দাবি পুলিশের। অবশ্য ইতিপূর্বেও ওই গুদামে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছিল। সেই মামলার এখনও নিস্পত্তি হয়নি। এরই মধ্যে আবারও নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনা রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার মানিক দাস বলেন, গতকাল রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে বাধারঘাট এলাকায় রানি সতী আটা মিলের গুদাম সিল করা হয়েছিল। আজ সকাল থেকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩০ হাজার ফেন্সিডিল এবং এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করেছে। তাঁর দাবি, উদ্ধার নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক ৯০ লক্ষ টাকা হবে।

তিনি জানান, ওই ঘটনায় গুদামের মালিক এবং এক কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বাকিদের খোঁজ করছে পুলিশ। এদিন জেলা পুলিশ সুপার স্বীকার করেন, ইতিপূর্বেও ওই গুদামে বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছিল। সেই মামলার এখনও নিস্পত্তি হয়নি। ফলে, আজকের ঘটনা নিয়ে পুলিশের ভূমিকা যথেষ্ট রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্রবধূর অত্যাচারে গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করল শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আমতলী থানা এলাকার অশ্বিনী মার্কেটের বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকায় পুত্রবধূর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। আত্মঘাতী শাশুড়ির নাম পুষ্প সরকার।ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশ্বিনী মার্কেটের বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পুষ্প সরকারের সঙ্গে তার পুত্রবধুর প্রতিনিয়তই ঝগড়া হতো।

সোমবার সকালে পুত্রবধূ শাশুড়ির উপর নির্যাতন চালায়। প্রতিনিয়ত নির্যাতন চালানোর ফলে সোমবার দুপুর নাগাদ শাশুড়ি পুষ্প সরকার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শাশুড়ি পুষ্প সরকারের। ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।সেখান থেকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু সরকারের মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।পুত্রবধূর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শাশুড়ি আত্মঘাতী হলেও এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি। কেননা আত্মঘাতী মহিলার পক্ষে থানায় অভিযোগ দায়ের করার মতো কেউ নেই। কুলাঙ্গার পুত্র এ ব্যাপারে কোন ধরনের অভিযোগ করেনি।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনার সংবাদ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।কিন্তু অসহায় শশুর শাশুড়িরা যে পুত্রবধূর হাতে নির্যাতিত হচ্ছে সে সংবাদ খুব কমই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সম্প্রচারিত হচ্ছে। অথচ এ ধরনের ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে।

বৃদ্ধ পিতা-মাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে ভরণপোষণ না দেওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণ মুক্তির দাবী তুলল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। ঋণ মুক্তির দাবী জানিয়েছেন ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে সোমবার অভয়নগরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাছে এ ব্যাপারে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন প্রদানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা জানান তাদের চাকরিচ্যুত করার ফলে ব্যাংকের ঋণ মিটিয়ে দেয় তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।সে কারণেই ব্যাংকের ঋণ মওকুফ করার জন্য তারা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন।তারা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন অবিলম্বে তাদেরকে সরকারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট পাকিস্তান ও চিন, দাবি রাজনাথ সিংহের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি. স.)।। পাকিস্তান এবং চিন নিজেদের মধ্যে আঁতাত করে সীমান্তে ভারতকে উত্যক্ত করতে চাইছে।পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান এবং পূর্বে চিন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সীমান্তে অস্থির পরিস্থিতি ও উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সাত হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত সীমান্ত রয়েছে। সেখানে প্রায় প্রত্যেক দিন উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা চলছে। কিন্তু যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তৎপর ভারতীয় সেনাবাহিনী বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বাসযোগ্য এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে দেশ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দৃঢ়তার সঙ্গে চলেছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে দেশ বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর প্রভাব কৃষি, অর্থব্যবস্থা, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষার ওপর প্রভাব ফেলেছে।কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এর সব থেকে বড় উদাহরণ অটল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুনের আসামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর থানা এলাকার শ্রীরামপুর গাও সভার ১ নং ওয়ার্ডে বিশ্বজিত হত্যাকান্ডে আরো এক হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইতিপূর্বে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল কৈলাশহর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য গত ১২ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের ১ নং ওয়ার্ডে সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় নিহত হয়েছিল বিশ্বজিৎ।আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিশ্বজিৎকে উদ্ধার করে প্রথমে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। জিবি হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার মঠ চৌমুহনী থেকে পূর্ব থানার পুলিশ এক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে চৌমুহনী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই বাইক চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।তার বিরুদ্ধে আগরতলা পূর্ব থানা পশ্চিম থানা সহ বিভিন্ন থানায় চুরির সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বহুদিন ধরেই পুলিশ তাকে খুঁজছিল। অবশেষে তাকে জালে তুলতে সক্ষম হল পূর্ব থানার পুলিশ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাইক চোর চক্রের আরো কয়েকজনকে পাকড়াও করার জন্য পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়েছে।উল্লেখ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলে ঢুকে ছাত্রকে বিএসএফ জওয়ানের মারধর বক্সনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বক্সনগর এলাকার পুটিয়া হাই স্কুলে ঢুকে এক ছাত্রকে ক্লাস রুমে ঢুকে বেধড়ক মারধর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী র জওয়ানরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পুটিয়া হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস রুমে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ বিএসএফের জওয়ানরা স্কুলে ঢুকে পাচারকারী সন্দেহে ওয়াস সময়ের ভিতর ছাত্রকে চপেটাঘাত করে। ঘটনায় মুহূর্তেই তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।ছাত্র-ছাত্রীদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন স্কুলে। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। তাদের অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের পাকড়াও করতে না পেরে নিরীহ মানুষ এমনকি স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের ওপর হামলা শুরু করেছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।এ বিষয়ে স্থানীয় জনগণ বিএসএফের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

কেন্দ্র ও রাজ্যে চরম ব্যর্থতার নজির স্থাপন করেছে বিজেপি, সুর চড়ালেন এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, বেকারত্ব এবং দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি নিয়ে মোদী সরকারকে সমালোচনায় বিঁধলেন ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক কুলজিৎ সিং নাগড়া। সাথে তিনি ত্রিপুরাবাসীকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ব্যর্থতার জন্য বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারকে এক হাত নিয়েছেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই সরকার পরিচালনায় বিজেপি ব্যর্থতার নজির স্থাপন করছে। তাতে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা সফরে এসে কুলজিৎ সিং নাগড়া প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ত্রিপুরার দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম সফরে দলের সাংগঠনিক অবস্থা মেপে নিয়েছেন তিনি। বিজেপি এবং সিপিএম-কে ত্রিপুরায় টক্কর দিতে কংগ্রেস কতটা সক্ষম তার আন্দাজ অনেকটাও হয়ে গেছে তাঁর। আজ তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের আগামীদিনে কর্মসূচির রূপরেখার ঘোষণা করেছেন। এডিসি নির্বাচনকে পাখির চোখ হিসেবে লক্ষ্য স্থির করে কংগ্রেস ময়দানে ঝাঁপাবে, নিশ্চিত করেছেন তিনি।

তাঁর কথায়, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপি এবং সিপিএম ছাড়া যে কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে জোটে রাজি কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতেই আসন সমঝোতা হবে। তিনি বলেন, টানা ২৫ বছর সিপিএম এবং গত ৩ বছর ধরে বিজেপি এডিসি-র উন্নয়নে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে, এডিসি এলাকা এবং ওই এলাকার বাসিন্দারা আজও উন্নয়নের ছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন।

এদিকে, আজ কুলজিৎ সিং নাগড়া কেন্দ্রের মোদী সরকার এবং ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকারকে চাঁছাছোলা ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বিজেপি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। চারিদিকে শুধু হাহাকার শুরু হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তাঁর দাবি, করোনাকালে ত্রিপুরায় বহু মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। অথচ কেউ মুখ খুলে কিছু বলার সাহস পাচ্ছেন না। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে প্রতি বছর ত্রিপুরার প্রচুর মানুষ বহিঃরাজ্যে যাচ্ছেন। কিন্তু, সরকার পরিবর্তন হলেও পরিস্থিতিতে কোনও বদল হয়নি।

একই সুরে তিনি কেন্দ্রের মোদী সরকারের সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং বিধ্বস্ত অর্থনীতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। দেশ আজ ভুল নীতির জন্য গভীর সংকটের মুখোমুখি। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, মানুষ তার জবাব দেবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১২ ▫ ১৩ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ২৬ আশ্বিন ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নারী নির্যাতন

গোটা দেশেই নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উপর্যপরি বাড়িয়া চলিয়াছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি দিন ৮ জন দলিত নারী ধর্ষিত হন। অবশ্যই এই সংখ্যা বাস্তবে আরও অনেক বেশি, কারণ অনেক দলিত মেয়ের ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয় না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য অনুযায়ী, দলিত নির্যাতনে সারা দেশের মধ্যে প্রথম উত্তরপ্রদেশ। সারা দেশের ২৫.৬ু দলিত মানুষের ওপর নির্যাতন উত্তরপ্রদেশে ঘটিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বেশির ভাগই দলিত নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন।উত্তরপ্রদেশের বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মেয়েটির গণধর্ষণ ও মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় ১৩ বছরের আর একটি দলিত মেয়েও প্রায় একই ভাবে ধর্ষিত ও খুন হন। দু'টি অভিযোগেই যে আশ্চর্য মিল চোখে পড়ার মতো সেটি হইল, দুষ্কৃতীরা দু'জনেরই জিভ কাটিয়া দিয়াছে। এই জিভ কাটিয়া দেওয়া কি শুধুই কাকতালীয়? না কি, দলিত মেয়ের মুখ বন্ধের চেষ্টা? একে দলিত, তাহার ওপর মেয়ে, তাঁহার আবার কথা বলিবার কী দরকার !হাথরসের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ভূমিকা ন্যক্কারজনক বলিলে কম বলা হয়। বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মেয়েটি নিম্নবর্ণের এবং গরিব। এ দেশে উঁচু জাতের, অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল মেয়ের ধর্ষণ হলেও রাষ্ট্র প্রায়শই অভিযোগ নিতে অস্বীকার এবং তদন্তে অবহেলা করে আর নির্যাতিতা যদি দলিত, সংখ্যালঘু অথবা দরিদ্র হন, তাহা হইলে তো পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা চরমে পৌঁছয়। হাথরসের ঘটনাটিতে যত ক্ষণ পর্যন্ত আঞ্চলিক মিডিয়া চেঁচামেচি শুরু করেনি, তত ক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ অভিযোগে ধর্ষণের ধারা লাগায়নি, মেয়েটির মৃত্যুর পরও পুলিশ বলিয়াছে, ধর্ষণ হয়নি, শিরদাঁড়ায় আঘাত লাগেনি, জিহ্বা অক্ষত, ইত্যাদি।

হাথরস ধর্ষণের ঘটনায় ভারতের তথা উত্তরপ্রদেশের শাসক দলের কর্মী-সমর্থকদের অবস্থান বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রথমে তাঁহারা বলিলেন, এটি একটি 'ফেক' প্রচার। তার পর বলিলেন, 'নারীর ওপর অত্যাচারে রাজনীতি এনো না, জাতপাত এনো না, চলো সবাই মিলে সুবিচার চাই!' এই সুবিধাবাদী রাজনৈতিক অবস্থান, আমাদের সমাজের জাতপাত এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে তৈরি ক্ষমতার সোপানতন্ত্রকে অদৃশ্য করিয়া রাখে। ভাবখানা এই যে, আমাদের সমাজে অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও জাতপাতের বৈষম্য নাই। এই অস্বীকার প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয়।

'মেয়েকে মেয়ে হিসেবেই দেখো, তার অন্য পরিচিতিগুলো তেমন জরুরি নয়' যুক্তি হিসেবে এটি ভয়ঙ্কর। এই যুক্তিতেই আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র উচ্চবর্ণের, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মেয়েদের কিছু সুযোগ পাইয়ে দিয়ে ভারতে খুব নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে বলে দেশে-বিদেশে প্রচার করে এবং দলিত, মুসলমান মেয়েদের বঞ্চনা, তাঁহাদের ওপর ঘটিয়া চলা নির্যাতনের মান্যতা দেয়। ঠাকুর সম্প্রদায়ের পুরুষের হাতে দলিত মেয়ের যৌন নির্যাতন আমাদের এতই গা-সওয়া যে, এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ, তা এ দেশের উচ্চবর্ণের পুরুষ প্রায়শই ভুলে যান অথবা জানেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের বাচাইয়া দেবে। হাথরসে অভিযুক্তরা তাহাদের উঁচু জাতের দম্ভের কারণেই বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মেয়েটির ওপর অত্যাচার করার সাহস পাইয়াছে। শুধু তাই- নয়, মেয়েটির ভাইয়ের বয়ান অনুযায়ী, ১৫ দিন ধরিয়া মেয়েটি যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা, লড়িয়া ছে তখন উচ্চবর্ণের কেউ মেয়েটির খোঁজ নিতে তাঁহাদের উঠোন মাড়ায়নি।

উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনের কাছেও হাথরসের মেয়েটির দলিত পরিচয় প্রাধান্য পা ইয়াছে। দলিত মেয়ে বলিয়াই মিডিয়া সরব না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করেনি। প্রশাসন মেয়েটিকে দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করি ইয়াছে। মেয়েটি যদি উচ্চবর্ণের হইত, তাহা হইলে পুলিশ-প্রশাসনের ভয় থাকিত যে, মেয়েটির পরিবার তাঁহাদের জাতের যোগাযোগ খাটাইয়া হয়তো কোনও বড়সাহেবের কাছে পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আইনি পদক্ষেপ এবং চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের শাস্তি জুটিবে। এই বাল্মীকি পরিবারটির যে সেই সামাজিক মূলধনের কানাকড়িও নাই, এ কথা পুলিশের জানা, তাই তাহাদের কথা কানে তোলেনি। ভারতীয় গণতন্ত্রের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এই যৌথ রাষ্ট্রব্যবস্থা মূল্যবোধ সম্পূর্ণ আত্মস্থ করিয়াছে। রাষ্ট্রের পুরো সিস্টেম আজ সেই মূল্যবোধের পায়ে ভূলুণ্ঠিত।

শান্তিনিকেতন পৌষমেলা মাঠের মডেল পাঁচিল প্রদর্শনে বিশ্বভারতী

খায়রুল আনাম

ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লির যে মাঠে পৌষমেলা বসে থাকে, সেই মাঠ বিশ্বভারতী কর্তৃকক্ষ কংক্রিটের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠার পরে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। বোলপুর শান্তিনিকেতনের বহু সংখ্যক মানুষ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের পৌষমেলা মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হল। ১৫ আগস্ট পৌষমেলা মাঠ ঘেরার কাজ শুরু হতেই বেশ কিছু মানুষ গিয়ে তার প্রতিবাদ করেন। ওই সময় ঠিকাদার সংস্থার লোকজনদের মারাধোর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পাঁচিল নির্মাণের কাজ তদারকি করার জন্য সেখানে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস তৈরি করে। ১৭ আগস্ট কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে ক্যাম্প অফিসটি ভবঙে দেয়। শান্তিনিকেতন রোডেরদিকে পৌষমেলা মাঠে প্রবেশ পথে বন্ধ সুদৃশ্য গেটটিও পে লোডার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। লুঠ হয়ে যায় মাঠে নির্মাণ কাজ করার জন্য মজুত করা কয়েকশো বস্তা সিমেন্ট সহ অন্যান্য উপকরণ। বিষয়টি নিয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। শান্তিনিকেতন থানার সামনেই এই ধরনের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় ছিলো, ওঠে সেই প্রশ্নও।

বিষয়টি এই পর্যায়ের চলে যাওয়ার পরই সমগ্র ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বুদ্ধি জীবিরা। কলকাতায় একটি খোলাচিঠি প্রকাশ করে কবি শঙ্খ ঘোষ, মনোজ মিত্র, কৌশিক সেন, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, তরুণ মজুমদার, বিভাস চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সব্যসাচী চক্রবর্তী ওয়াসিম কাপুর তাঁদের আবেদনে সদর্থক, সংবেদনশীল ও অবিচল পক্ষপাতহীনতা থেকে বিশ্বভারতীতে এই বেদনাদায়ক পরিবেশের অবসান চান। তাঁরা উপযুক্ত ঐকমত্য ও সহযোগিতার প্রস্তুতি ছাড়া বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সীমানা প্রাচীর তৈরীর উদ্যোগ ও তার জেরে অরাজক অচলাবস্থারও নিন্দা করেন। তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, বিশ্বকবির আশ্রম রাজনীতির কাদামাখা কুস্তির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বহুদিনের ঐতিহ্যবাহিত স্মৃতি, শান্তিনিকেতনের সুষমা ও বিশ্বভারতীর শিক্ষা সমূলে নষ্ট হতে বসেছে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি আমাদের উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করে তুলেছে। ঘটনার জেরে বিশ্বভারতীর পরিদর্শক তথা রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বোলপুর মহকুমা প্রশাসন ভবনে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিশ্বভারতীকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বিশ্বভারতীর পক্ষে কেউ সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকেন নি। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে বিশ্বভারতীর আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিশ্বভারতীর পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইডি-র একটি প্রতিনিধি দল শান্তিনিকেতন ও পৌষমেলার মাঠ পরিদর্শন করে যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও গণ সংগঠন বোলপুর শান্তিনিকেতন সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ব্যাপারে তাদের মতের পক্ষে রাস্তায় নামতে শুরু করে। সি পি এমের পক্ষ থেকে প্রথম দলীয় পতাকা নিয়ে বোলপুরে পৌষমেলা মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরার বিরোধীতা করা হয়। এরপরই বি জে পির ছত্র সংগঠন অফিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদও দলীয় পতাকা নিয়ে পৌষমেলা মাঠ ঘেরার বিশ্বভারতীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে পথসভা করে। বি জে পি'র মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পৌষমেলা মাঠে দাঁড়িয়ে মেলা মাঠ ঘেরার বিশ্বভারতীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সরাসরি মন্তব্য করেন যে পৌষমেলা মাঠ ঘেরার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, এই মাঠে এখন সেক্স রেকেট চলছে। আবার তাঁর এই মতের বিপরীতে গিয়ে প্রাক্তান সাংসদ তথা বি জে পি নেতা অনুপম হাজরা এখানে এসে মন্তব্য করেন যে, এই ধরনের মন্তব্য যিনি করেছেন, তিনি একটি ননসেন্স। বি জে পি'র রাজ্য সবাপতি দিলীপ ঘোষও বোলপুরে এসে পৌষমেলার মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে যান। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় এসে অগ্নিমিত্রা পালের মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, তাঁর এই মন্তব্য মা বোনেদের সম্ভ্রমে আঘাত করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেয়। ওই কমিটিতে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের দু'জন বিচারপতি সঞ্জিব বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এবং কেন্দ্রে অতিরিক্ত সলিসিটর ওয়াই কে দস্তর। এই কমিটি দু'বার শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বক্তব্য শোনেন। বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতি অবশ্য আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়ে আলোচনা বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসে জানিয়ে দেয় যে তদন্ত কমিটি পৌষমেলা মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরার পক্ষেই মত দিচ্ছে বলে তাঁদের মনে হওয়ায়, তাঁরা বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছেন। তদন্ত কমিটি পৌষমেলা মাঠের প্রবেশ পথের ভেঙে দেওয়া গেট পুলিশ প্রহরায় পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিলে, সেই কাজও শুরু হয়ে যায়। পৌষমেলা মাঠ ফেন্সিং দিয়ে ঘেরার কাজেও হাত পড়ে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে পাঁচিল নির্মাণ কাজ বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে, এর ফলে আই শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। আদালতের বিচারক রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করেদিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে প্রয়োজনে আদালত তার রায় কার্যকরী করতে পৌষমেলা মাঠে গিয়েই কাজ করবে। আদালতের এই কঠোর মনোভাবের পরই জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে চরম তৎপরতার সাথে পৌষমেলা মাঠকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। এখানাকর প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছে পুলিশি প্রহরা। ভিতরে রয়েছেন বিশ্বভারতীর নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীরা। শান্তিনিকেতন পৌষমেলা মাঠ বাঁচাও কমিটি বিশ্বভারতীর সীমানার বাইরে ভুবনডাঙ্গায় শান্তিনিকেতন রোডের পাশে মঞ্চ বেঁধে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঁচিল নির্মাণের বিরোধীতাও করে।

একদিকে চরম তৎপরতার সঙ্গে রাতদিন ধরে চলছে পৌষমেলা মাঠ ঘেরার কাজ। আর অন্যদিকে তারবিরোধীতায় আন্দোলনও চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে। এই প্রেক্ষাপচেই এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পৌষমেলা মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরার বিষয়টি নিয়ে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করতে মাঠে নামলো। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে পৌষমেলা মাঠ আদৌ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হচ্ছে না। শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ, উপাসনা গৃহ বা কাঁচ মন্দির, ছাতিমতলা, কলাভবন, শ্রীনিকেতনের মাঘমেলা মাঠ সহ বিভিন্ন এলাকা যে ভাবে ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা আছে, এখানেও তাই -ই করা হবে। পৌষমেলা মাঠ ঘেরা হবে ফেন্সিং দিয়ে। এজন্য পৌষমেলা মাঠের পাশে একটি পাঁচিল মডেলকে উপস্থাপন করা হযেছে সকলকে চাক্ষুষ করাবার জন্য। বিশ্বভারতীর পক্ষে বলা হয়েছে, অন্যান্য ঐতিহ্যবাসী স্থানগুলি যে ভাবে ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা রয়েছে, এখানেও সে ভাবেই আড়াই ফুট কংক্রিটের গাঁথনির উপরে লোহার ব্যারিকেট দেওয়া হবে। যাতে পৌষমেলার মাঠ অনায়াসেই দৃষ্টি গোচর হবে। থাকবে পর্যাপ্ত গেটও। ভিতরে বর্তমানে যে হাইমাস্ট আলো রয়েছে, তার চেয়েও বেশি আলোর ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানের মতোই মাঠে কারও প্রবেশে বাধা থাকবে না। মাঠে প্রাতঃভ্রমণও করা যাবে। তবে, বর্তমানের মতো অষ্টপ্রহর এই মাঠ উন্মুক্ত থাকবে না। নিরাপত্তার কারণে এবং মাঠে অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করতে ভোর থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সবার জন্যই উন্মুক্ত থাকবে এই মাঠ।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে রায়গঞ্জে জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। সোমবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এরপর বিকেল চারটে নাগাদ অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে পাঁচ সদস্যের প্রতিনির্ধিদল স্মারকলিপি তুলে দেন।

এদিন আন্দোলনকারীরা জানান, তাঁদের সাত দফা দাবি পূরণ না হলে তাঁরা কর্মবিরতির পাশাপাশি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। তাদের মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়। এই টাকা দিয়ে এই বাজারে চলা খুব কঠিন। নূন্যতম ১৫ হাজার টাকা বেতন হওয়া উচিত। বারবার সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি মিললেও তাদের নূন্যতম বেতন বৃদ্ধি হয়নি। ফলে তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ-আন্দোলনের পথে হাঁটছে।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, ভোট আসলে মুখ্যমন্ত্রী প্রচুর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট শেষ হলে সব ভুলে যান। সংগঠনের সম্পাদক বিষ্ণু সাহা বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইলেকশনের পর একটি মেকানিজম তৈরি করে সোশ্যাল অডিট ভিলেজ রিসোর্স পারসন, সংক্ষেপে (এসওভিআরপি)-দের একটি মাস মাইনে চালু করবেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। এখনও পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। তাই এদিন জেলাশাসকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছি, যাতে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়। যদি এই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হয় তবে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে অনির্দিষ্টকালব্যাপী অবস্থান-বিক্ষোভ চলবে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য জয়গাঁয়

জয়গাঁ,১২ অক্টোবর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁর নিউ রামগাঁওয়ের টিনা বস্তি এলাকায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে ওই তরুণীর ঘরে তাঁকে সিলিংয়ে ঝুলতে দেখে পরিজনরা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জয়গাঁ থানার পুলিশ পৌঁছে তরুণীর দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, পায়েল সরকার(২২) নামে ওই তরুণী মানসিক অবসাদগ্রস্থ ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ওই তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে তরুণীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে জয়গাঁ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী জয়গাঁর বৌ বাজার এলাকায় লটারি বিক্রি করতেন। ওই তরুণীর দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মিহি করে বর্ধমান

পার্থময় চ্যাটার্জি

বর্ধমানের অনেকগুলি দর্শনীয় জায়গার মধ্যে সবথেকে সুন্দর হচ্ছে সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দির। এখানে মা দুর্গা, মহালক্ষ্মী ও পাঁচটা শিবমন্দির আছে। কষ্টি পাথরের অস্ঠাদশভূজা সিংহবাহিনী 'মহিষমর্দিনী মহালক্ষ্মীরূপিণী মূর্তি। রোজ সকালে মন্দির খোলার পর মাকে মুখ ধুইয়ে সরবত খাওয়ানো হয়। তারপর মঙ্গলারতির পত তেল মাখিয়ে পঞ্চমৃত দিয়ে স্নান করিয়ে মাকে গয়না পরিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে নিত্যপুজো শুরু হয়। মন্দিরের বয়স প্রায় ৩০০ বছর, আর এর দেবী দুর্গার পাথরের মূর্তিটা প্রায় ১০০০ বছরের পুরানো। এটা সতীর একটা পিঠ-এর মধ্যে পড়ে। এখানে দেবীর নাভি পড়েছিল। (যদিও এটা নিয়ে বিতর্ক আছে) কষ্টিপাথরের অষ্টাদশভূজা। দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি, প্রস্থে আট ইঞ্চি।

কতিথ আছে, প্রায় তিনশো বছর আগে সর্বমঙ্গলা পাড়ায় বাগদিরা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে একটি শিলামূর্তি পেয়েছিল। সেটাকে পাথর খণ্ড ভেবে তার উপর রেখে শামুক ভাঙত। চুন কারখানার জন্য শামুকের খোলা লাগত। শামুকের সাথে পাথর টুকরোটি চলে যায় চুন কারখানায়। শামুকের খোলের সঙ্গে শিলামূর্তিটি পোড়ানো হলেও মূর্তির কোনও ক্ষতি হয়নি। দেবী মূর্তি দেখে এক ব্রাহ্মণের হাতে মূর্তিটি দেওয়া হয়। স্বপ্নাদেশ পেয়ে বর্ধমান মহারাজা সঙ্গম রায় শিলামূর্তিটিকে নিয়ে এসে সর্বমঙ্গলা নামে পূজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে টেরাকোটার নিপুণ সর্বমঙ্গলা মন্দির নির্মাণ করেন মহারাজাধিরাজ কীর্তিচাঁদ মহতাব। পরবর্তীকালে মন্দিরের আশেপাশে আরও পাঁচটি শিব মন্দির তৈরি হয়। রামেশ্বর, বাণেশ্বর, মিত্রেশ্বর, চন্দ্রশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর নামের শিব মন্দির।

দুর্গাপুজোর সময় সর্বমঙ্গলা মায়ের ধুমঘাম করে পুজো হয় সপ্তমী থেকে নমবী পর্যন্ত। অপরাজিতা পূজা দিয়ে সমাপ্ত হয়। সেসময় মন্দিরের পাশে পাঁচদিন মেলা বসে। শনি-মঙ্গলবার মন্দিরে ভিড় হয় প্রচুর। সামান্য প্রণামির বিনিময়ে দুপুরে মায়ের প্রসাগ পাওয়া যায়। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে কুপন নিতে হয়। দুপুর সাণে বারোটা থেকে একটার মধ্যে অন্নভোগ দিয়ে মন্দির বন্ধ করা হয়। বিকেল চারটের মধ্যে মন্দির খোলে। আবার স্নান করিয়ে মাকে সাজানো হয়। রাত সাড়ে আটটায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।

বর্ধমান স্টেশন নেমে রিক্সা টোটো নিয়ে এই মন্দিরে আসা যায়। মুঘল আমল বর্ধমানের নাম ছিল শরিফাবাদ। ইংরেজ আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হাওড়া থেকে বর্ধমান ট্রেন ছাড়ে, ট্রেনটি ১০ ঘণ্টা সময় নিয়ে হাওড়া থেকে বর্ধমান পৌঁছেছিল। ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট। আর এখন মেই লাইনে বর্ধমান পৌঁছানো যায় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের মধ্যে, আর দু'ঘণ্টায় হাওড়া থেকে বর্ধমান পৌঁছানো যায় কর্ড লাইন দিয়ে গেলে। বর্ধমান স্টেশন থেকে রিক্সা বা টোটো করে এই মন্দিরে আসা যায়।

পূর্ব বর্ধমানের নবাব হাটের ১০৮ শিব মন্দির। আমার বাড়ি, যাদবপুর থেকে গাড়িতে ১২৮ কিলোমিটার এই পথ। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের উপর ডান হাতি, রেনেসাঁ হাউসিং কমপ্লেক্সের উল্টো পারে জিটি রোড টপকে বাঁহাতি রাস্তা গুসকরা ভেদিয়া হয়ে বোলপুর চলে গেছে যে রাস্তাটি। সেই রাস্তার উপরেই নবাব হাট বাসস্ট্যান্ডের উল্টো পারেই এই ১০৮ শিব মন্দির। আয়াতকার মালার ন্যায় ১০৮টি শিব মন্দির। ও একটি পূর্বদিকে বাইরে,মোট ১০৯টি শিবমন্দির আছে। এর ভিতর সুন্দর বাগান আছে এবং এখানে একটি ঘাট বাঁধানো পুকুরও আছে আর তার মাঝে মহাদেব ধ্যানমগ্ন অবস্থানে বসে আছেন।

বর্ধমান, হাওড়া থেকে প্রায় ১০০ কিমি। লোকাল, মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন আসছে সর্বদা। পুরো মন্দির প্রদক্ষিণ করে এবার ওখানেই ভোগ খেয়ে মন্দিরের অতিথিশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। এই শিব মন্দিগুলো তৈরি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে তখন এখানে ট্রেন পৌঁছায়নি। রানী বিষ্ণু দেবীর আমলের এই মদির। অখানে শিবরাত্রি খুব বড় উৎসবের দ্বারা পালিত হয়। খুব সুন্দর এণ পরিবেশ। কলকাতা থেকে সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসা যায়। তা সে ট্রেন বা গাড়ি যাই হোক না কেন।

বর্ধমান আরেকটি জায়গায় প্রাচীন ১০৮ শিব মন্দির আছে, যার নাম, কৈলাশ মন্দির বা ১০৮ শিব মন্দির। বর্ধমান জেলার কালনার আকর্ষণীয় শিব মন্দির। বর্ধমান জেলার কালনার আকর্ষণীয় শিব মন্দির। একটি বিস্ময়কর স্থাপত্য। ফুলের মত অবস্থান করছে। বৃত্তের মত। দুটি বৃত্তের বিন্যস্ত এই মন্দিরগুলি। একটা বৃত্তের ৭৪টি আর একটি বৃত্তের আর একটি বৃত্তে মোট ৩৪টি অবস্থতি। এছাড়া আর একটি মন্দির আছে তা সব নিয়ে ১০৯ টি মন্দির আটচালা আকৃতির। মন্দিরের দেয়ালে রামায়ণ ও মহাভারতের পর্ব এবং শিকারের বহু দৃশ্যও চিত্রিও রয়েছে। প্রতি মন্দিরে একটি করে শিবলিঙ্গ রয়েছে। ভেতরের মন্দিরের শিবলিঙ্গ সাদা বর্ণের যা সদাশিবের প্রতীক বাইরের অর্ধেক শিবলিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণের রুদ্রের প্রতীক এবং অর্ধেক শিবলিঙ্গ শুভ্রবর্ণের। শীতকাল আসলেই আমার মনের ভেতরবেজে ওঠে।

'লাল মাচির সরানে,
মন আমার বইল পড়ে জাম বনে আর
নদীর পাশে নীল আকাশে
সেখানে ধুলোয় মাখা রইল পড়ে তোর চিঠি'।
কলকাতার এত কাছে এই সুন্দর জায়গাগুলো।

কোনা এক্সেপ্রেসওয়ে থেকে ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘুরালাম এনএইচ ২ এর দিকে। মাতায় এলো রামনাবাগান জঙ্গলের কথা। কাউকে কিছু না বলে উদ্দেশ্যবিহীন পথে পাড়ি দিলাম। উদরকে শান্ত করতে গাড়ি থামালাম গোপালপুর আজাদ হিন্দ ধাবায়, ভিতরে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ। এটাতো দক্ষিণ কলকাতার কোনও থিম পুজোর সন্ধ্যার ভিড় যেন। এখানে লাইনে দিয়ে খাবার খেতে গেলে আর গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না। তাই আবার ছুটলাম বর্ধমানের দিকে। ওখান থেকে ১০ কিমি এগিয়ে একটা দোকান পাওয়া গেল, রাস্তা থেকে একটু দূরে আদর্শ হিন্দু হোটেল টাইপ একটা ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল, গ্রামের কর্তগিন্নি মিলে করেছে। বেশ তৃপ্তি করে ভালোই খেলাম ওই নন ব্র্যান্ডেড হোটেলের খাবারগুলো। অবশেষে বাড়ি থেকে ১৩৬ কিমি রাস্তা অতিক্রম করে বর্ধমানের রামনাবাগান জঙ্গলে পৌঁছালাম।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এজন্য দায়ী নন।

দেশ কাঁপানো চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্ত হত্যা মামলায় ২৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত যোরহাট আদালতের

যোরহাট (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়ক এমালগেমেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেডের চা বাগানে উত্তেজিত শ্রমিকদের দলবদ্ধ হামলায় ডা. দেবেন দত্ত হত্যা মামলায় ৩১ জনের মধ্যে ২৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ছয়জনকে বেকসুর খালাস করেছে আদালত। সোমবার যোরহাট জেলা ও দায়রা জজ রবীন ফুকনের আদালত দেশ কাঁপানো ডা. দেবেন দত্ত হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত রায় দান করেছে। অভিযুক্তদের ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২/১৪৯, ৩৪২/১৪৯, ৩৫৩/১৪৮ এবং ৩৫৩/১৪৯ ধারায় দোষী বলে ঘোষণা করেছেন বিচারপতি রবীন ফুকন। আগামী ১৯ অক্টোবর তাদের শাস্তি ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছেন জজ।

আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্তরা যথাক্রমে সঞ্জয় রাজোয়ার, সঞ্জীব রাজোয়ার, সুরেশ রাজোয়ার, অজয় মাঝি, উপেন্দ্র ভূমিজ, রাতুল রাজোয়ার, বাবলু রাজোয়ার, অনিল মাঝি, বিজয় রাজোয়ার, বলিন রাজোয়ার, দীপক রাজোয়ার, মিলন রাজোয়ার, রিঙ্কু মাঝি, মিশিলাল মাঝি, শিবচরণ মাহালি, দিবেশ্বর রাজোয়ার, কার্তিক ভূমিজ, সঞ্জয় রাজোয়ার, কালিচরণ মাহালি, রামেশ্বর ভূমিজ, শিব মাহালি, রাহুল রাজোয়ার, কালানাগ মাব্ব, মনোজ মাঝি এবং রিঙ্কু বাক্তি।

উল্লেখ্য, ডা. দেবেন দত্তকে পিটিয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বাগানের ৩২ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর চার্জশিট দাখিল করেছিল পুলিশ। এদের মধ্যে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত বছরের ৩১ আগস্ট উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে এমালগেমেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেডের চা বাগান হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্তকে উন্মত্ত শ্রমিকের এক দল নৃশংসভাবে পিটিয়ে এবং শরীরের নাড়ি কেটে মেরে ফেলেছিল।

ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের অসম শাখা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করছিল। ওইদিনের ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ইএসআইসি-র হাসপাতাল-ডিসপেনসারি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র প্রভৃতির ডাক্তাররা।

এদিকে আদালতের এই রায়ে নিহত চিকিৎসক দেবেন দত্তের পত্নী অপরজিতা দত্ত যথেষ্ট সুখি বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন।

সোমবার আগরতলায় বীরচন্দ্র মনুতে শহিদদের স্মরণ আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

চন্দন শর্মাকে সেরা সংগঠকের পুরস্কার বাকস-এর

শিলচর (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা (বাকস)-র কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার শিলচরের মধ্যশহর সংস্কৃতিক সমিতি ভবনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজিত হয়। এতে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে পুরস্কৃত করে চন্দন শর্মাকে সম্মান জানানো হয়েছে। ক্রীড়া সাংবাদিক পুরস্কার দেওয়া হয় জাকির হুসেন চৌধুরী এবং বেদব্রত ব্যানার্জিকে। এছাড়া বর্ষসেরা এবং প্রতিভাবান ১২ জন খেলোয়াড়কেও আজ পুরস্কৃত করেছে বাকস।

কোভিড যোদ্ধা হিসেবে ক্রীড়াক্ষেত্রের নয়টি সংগঠন ও ১২ জন ব্যক্তিকে সম্মান জানানো হয়ছে। এদিন নির্মলেন্দু গোস্বামী স্মৃতি বক্তব্য পেশ করেছেন প্রাক্তন ফিফা সহকারি রেফারি মৃণালকান্তি রায়।

এছাড়া ক্রীড়া সাংবাদিকদের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করে বক্তব্য পেশ করেছেন বাকস-এর উপদেষ্টা তথা দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ-এর সম্পাদক তৈমুররাজা চৌধুরী, শিলচর ডিএসএ সভাপতি বাবুল হোড়, সচিব বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, দৈনিক যুগশঙ্খ-এর চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ নাথ প্রমুখ। বাকস-এর কার্যালয়ের জন্য ডিএসএ কমপ্লেক্সে একটি কক্ষ বরাদ্দ করার জন্য আবারও জোরালো দাবি তুলেছেন তৈমুররাজা চৌধুরী। এর জবাবে বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং জানান, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে বাকস কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।

এদিন অতিথিরা ছাড়াও পুরস্কার তুলে দেন কাছাড় বাকস-এর সভাপতি দেবাশিস সোম, সচিব বিশ্বনাথ হাজাম, সংস্থার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিতব্রত ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সচিব দ্বিজেন্দ্রলাল দাস, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল বাহার লস্কর, মুখপাত্র সায়ন বিশ্বাস, প্রাক্তন সচিব তাজ উদ্দিন, রতন দেব, অলক পুরকায়স্থ, সঞ্জীব সিং, বিকাশ দেব, কিংকর দাস, সুদীপ সিং, হিমাংশু দে, উধারবন্দ টিটি ক্লাবের সচিব প্রণবানন্দ দাশ, রনজি ক্রিকেটার প্রীতম দাস, শীলা দাস, শান্তশ্রী সোম, অদিতি দত্ত প্রমুখ।

যাঁরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন তাঁরা যথাক্রমে শমীক দাস (সেরা ক্রিকেটার), অভয় দেব (প্রতিশ্রুতিবান ক্রিকেটার), স্নেহাল রায় (প্রতিশ্রুতিবান দাবাড়ু), সাজিদ আহমদ (সেরা ভলিবল খেলোয়াড়), দেবার্ঘ চক্রবর্তী (সেরা প্যাডলার), প্রিয়া সিং (সেরা অ্যাথলিট), ঊষা গৌড় (প্রতিশ্রুতিবান অ্যাথলিট), সৌরভ হাজাম ও মৌমিতা নাথ (হকি খেলোয়াড়), সাবিল হুসেন লস্কর (সেরা ফুটবলার), বনিপ সিনহা (সেরা শাটলার)। এছাড়া গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থানাধিকারী শালু বেগম তালুকদারকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিনের পুরস্কার মঞ্চ বাকস-এর উপদেষ্টা প্রয়াত নীলোৎপল চৌধুরীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

রাজ্যের সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠালো ইউজিসি

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে রাজ্যের সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক (এসএসিটি) নিয়োগের ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠালো ইউজিসি।

বিগত প্রায় একবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় এসএসিটি একটা অন্যতম জায়গা নিয়ে রেখেছে।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা, তথা যোগ্যতাসম্পন্ন (নেট/সেট পাশ) কলেজের চাকরিপ্রার্থীরা এই অসাংবিধানিক, অনৈতিক এসএসিটি নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছে। তাদের দাবি ছিল ইউজিসি এবং ডব্লুবিসিএসসি- র নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে এইভাবে কলেজের পারমানেন্ট পোস্টে এসএসিটি নিয়োগ করলে যারা যোগ্য তারা চাকরি থেকে বঞ্চিত হবেন এবং এসএসিটি-এর তালিকা প্রকাশের পর তাদের এই দাবি যে কতটা যুক্তিযুক্ত তা প্রমাণিত হয়েছিল।

দেখা গিয়েছিল ৭০-৭৫ এসএসিটি-দের কলেজে পড়ানোর ন্যূনতম যোগ্যতা (নেট /সেট/পিএইচডি) নেই। ফলে তারা বারবার বিভিন্ন দফতরে চিঠি দিয়ে ইমেল করে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে। কিন্তু রাজ্যের তরফ থেকে কোনও রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। এই জন্য গবেষকেরা আইনেরও দ্বারস্থ হন। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলা বিচারাধীন। এসএসিটি-দের তালিকা এর জুন মাস থেকেই বাইরে প্রকাশ হতে থাকে। সেই তালিকাসমেত কয়েকদিন আগেই গবেষকেরা ইউজিসি-কে এসএসিটি নিয়োগে কিভাবে যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের নিয়োগ করা হচ্ছে, সেটি তুলে ধরে যাবতীয় তথ্যসমূহ ইমেইল করেন। কয়েকশো ইমেইল গবেষক এবং যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের তরফ থেকে যায়।

ইউজিসি-র তরফ থেকে এদিন অধিকাংশের কাছে চিঠি এসেছে এবং সেই চিঠিতে ইউজিসি উল্লেখ করেছে যে তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে এসএসিটি নিয়োগে ইউজিসি-র নিয়ম কেন মানা হয়নি, তার কারণ জানতে চেয়েছেন। ফলে গবেষক এবং যোগ্যতাসম্পন্ন চাকুরী প্রার্থীরা এবার আশায় বুক বাঁধছেন।

ইউএসআরইএসএ (ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যান্ড রিসার্চ স্কলার্স অ্যাসোসিয়েশন)- এর উদ্যোগে রাজ্যব্যাপি এই আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং তারা কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলাও করে। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মহঃ জুবের আলম আগেও বহুবার বলেছেন সত্যের জয় হবে এবং আজও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন সত্যের জয় খুব তাড়াতাড়িই আমরা দেখব এই আশা করছি। এসএসিটি নিয়োগের প্রসঙ্গে ইউএসআরইএসএ-র সভাপতি তথা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জয়দেব পাত্রর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'বর্তমান রাজ্যসরকার রাজ্যের উচ্চশিক্ষিত এবং যোগ্যতাসম্পন্নদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। একদিকে সবরকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র স্বল্প শূন্যপদের অজুহাত দেখিয়ে কলেজ সার্ভিস কমিশন বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় হাজার হাজার চাকুরিপ্রার্থীকে ওয়েটিং লিস্টে রেখে দিচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে এসএসিটি-এর নাম দিয়ে রাজ্যসরকার কলেজে পড়ানোর যোগ্যতা না থাকাদের ৬০ বছর পর্যন্ত পড়ানোর সুযোগ করে দিচ্ছে উ'সরকারের এই দ্বিচারিতার তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 'বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে, আশাকরি আমরা ন্যায়বিচার পাবো।' তিনি আরও জানান, ইউজিসি-র এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই, তবে আরও আগেই এই কেন্দ্রীয় সংস্থার সরব হওয়া উচিত ছিল। ইউএসআরইএ-র তরফ থেকে এটাও জানানো হয়েছে যে আগামী দিনে তাদের দাবির মান্যতা না দিলে রাজ্য সরকার এবং ইউজিসি-কে বৃহত্তর গণআন্দোলনের সম্মুখীন হতে হবে।

বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কলকাতার মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ

গুয়াহাটি, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি জনগণ বর্বরোচিত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে আন্দোলনও হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু কোনও কিছুতেই বাঙালিদের উপর অত্যাচার বন্ধ হচ্ছে না। উল্টো দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়ছে। নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়ছেন অসংখ্য বাঙালি। তাই মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কলকাতার মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ।

গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে লাগাতার বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায়। দেশ জুড়ে বিভিন্ন সংগঠন এ-ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শীঘ্র মেঘালয়ে বাঙালি জনগণের উপর অত্যাচার বন্ধের দাবি জানাচ্ছে। মেঘালয়ে বাঙালি সমাজের জনগণের উপর শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'আমরা বাঙ্গালী' অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রতিবাদী আন্দোলন করে বাঙালি নির্যাতন বন্ধের জোরালো দাবি জানালেও কোনও কাজ হচ্ছে না। এই আন্দোলনে এবার শামিল হচ্ছে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ।

পরিষদের চেয়ারম্যান রাজু ঘোষ জানিয়েছেন মঙ্গলবার কলকাতার মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবেন তাঁরা। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর অত্যন্ত অমানবিক কার্যকলাপ চলছে। এ পর্যন্ত ৭৮ জন বাঙালির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে ২৮ জনকে জেলবন্দি করেছে মেঘালয় পুলিশ। যার ফলে মেঘালয়ে বসবাসকারী গোটা বাঙালি সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এমন অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কলকাতায় মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ। মঙ্গলবার কলকাতার নস্করহাট রাসবিহারি অ্যাভিনিউয়ে মেঘালয় ভবনের সামনে দুই শতাধিক পুরুষ মহিলা জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। এ ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে আন্দোলনের আগাম বার্তা প্রেরণ করেছেন পরিষদের চেয়ারম্যান রাজু ঘোষ।

সেবাই পরম ধর্ম : নীতীশ কুমার

পাটনা, ১২ অক্টোবর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে সোমবার থেকে জেডিইউ নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছে। এদিন দলের নির্বাচনী প্রচারের শুভ সূচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, রাজ্যে কোন দলিত খুন হলে তাকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেছে। কিন্তু সরকারের এই উদ্যোগ নিয়ে কেউ কেউ নিন্দায় সরব হচ্ছে। যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা কি দলিতদের সামাজিক উত্থান চান না। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার্থে সচেষ্ট সরকার। কিন্তু সেটা নিয়েও বিরোধীরা নিন্দায় সরব। যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা শুধু ভোট নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তারা ভোট নিজেদের দিকে করার চেষ্টা করেছিলেন। মহাদলিতদের জন্য সরকার কাজ করে চলেছে নিরন্তর। জেডিইউ ভোট নিয়ে চিন্তা করে না সেবাই তার পরম ধর্ম।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন বিহারের পরিস্থিতি নিয়ে অনেকে আর্টিকেল লিখে চলেছেন। কিন্তু কেউ বলছেন না যে বিহারে উন্নয়নের বৃদ্ধি ১০ শতাংশের বেশি। এটা সত্যি যে বিহারে কোন বড় বিনিয়োগ আসেনি। কিন্তু ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এখানে হয়েছে। এখনও বিহারে বেশি বড় বিনিয়োগ আসেনি। বহু চেষ্টা করার পরও বিহারে বড় কোনও উদ্যোগ আসেনি। বিনিয়োগকারীরা সমুদ্রপাড়ের রাজ্যগুলিকে বেশি পছন্দ করে।লালু ও রাবরি আমলকে কটাক্ষ করে নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, আর যারা প্রশ্ন তুলছেন তাদের আমলে কি আদৌ রাজ্যে কিছু হয়েছিল? সেই সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে কি হতো সবার নিশ্চয়ই মনে আছে। দুর্গতদের শুধুমাত্র তালিকায় স্থান থাকতো কিন্তু কাজের কাজ কিছু হতো না। দুর্গতরা সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতো।

ঢাকে পড়ল কাঠি, চেতলা অগ্রণীতে উমার চক্ষুদান সারলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি স): শহরজুড়ে পুজো পুজো গন্ধ। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। প্রতিবছরই মহালয়ার দিন হয় মা দুর্গার চক্ষুদান। কিন্তু চলতি বছর মহালয়ার প্রায় একমাস পরে পুজো থাকায় আজ সোমবার চেতলা অগ্রণীতে উমার চক্ষুদান সারলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাঝে মাত্র আর একটা সপ্তাহ। তারপরেই পুজো। ইতিমধ্যেই পুজো প্যান্ডেল গুলোতে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। অন্যদিকে চেতলা অগ্রণী রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পুজো বলে পরিচিত। আর এদিন সেখানে মা দুর্গার চক্ষুদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবছরই পুজোর সময় একের পর এক পুজো প্যান্ডেল উদ্বোধনের জন্য যান মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এই বছর করোনা আবহে ভার্চুয়ালি পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শৌচাগারে বোমা বিস্ফোরণের তীব্রতায় কেঁপে উঠল রতুয়া

সামসী, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : মালদার রতুয়া থানার গোটাভাদো এলাকার একটি শৌচাগারে বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। সোমবার সকালে বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের তীব্রতায় শৌচাগার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

রতুয়া সিপিআইএম এরিয়া কমিটি সম্পাদক জয়নাল আবেদীন অভিযোগ করে বলেন, ওই শৌচাগার শেখ ইসমাইল নামের তৃণমূল কংগ্রেসের এক সক্রিয় কর্মী গোডাউন ঘর হিসেবে ব্যবহার করত। সেখানেই শেখ ইসমাইল এবং তার লোকজনেরা বোমা মজুদ করে রেখেছিল আমাদের অনুমান। তৃণমূল গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় গুলি চালিয়ে ও বোমাবাজি করে বুথ দখল করে রতুয়া এলাকার পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে নিয়েছে।আগামী একুশে বিধানসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনে সন্ত্রাস চালাতে এই বোমা গুলো মজুদ করা হয়েছিল। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের রতুয়া ১ ব্লক সভাপতি ফজলুল হক তাঁদের দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। চাঁচলের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সজলকান্তি বিশ্বাস বলেন, ভাদোর বোমাকাণ্ডে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩,৫৮৩ জন

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি স): সামনেই পুজো। এরই মাঝে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ৩,৫৮৩। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,৫৮৩ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২,৯৮,৩৮৯ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,১৫৫। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ২,৬২,১০৩ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৭.৮৪ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৬০ জনের। যার ফলে রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৬৮২। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ৩০,৬০৪ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৩৭,৩৩,৬৫৬ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০,০৫৬ টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

গত পাঁচ দিনে নিকেশ দশ জঙ্গি : ডিজি দিলবাগ সিং

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি. স.): গত পাঁচ দিনে চারটি অভিযান চালিয়ে দশজন জঙ্গিকে নিকাশ করা হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল দিলবাগ সিং।

উপত্যকায় ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি হওয়ার পর থেকে নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গি দমনে যে ক্রমাগত বড়সড় সাফল্য পেয়ে চলেছে সেই দিকে আলোকপাত করে দিলবাগ সিংহ জানিয়েছেন, গত পাঁচ দিনে চারটি অভিযান চালিয়ে দশ জঙ্গিকে নিকাশ করা হয়েছে। অভিযানে ডোডা থেকে এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে ধৃত জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ৭৫ টি অভিযান সফল ভাবে সম্পন্ন করা গিয়েছে। এই অভিযানগুলিতে সবমিলিয়ে ১৮০ জন জঙ্গিকে নিকেশ করা গিয়েছে। ১৩৮ জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বছর যে অভিযান চালানো হয়েছে তার নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। এদিন পাকিস্তানি নাগরিক তথা লস্কর-ই-তৈবা আঞ্চলিক কমান্ডার শফিউল্লাহকে নিকাশ করা গিয়েছে।সিআরপিএফের ওপর হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারি ছিল সে।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাতাহাতি, বেহালার নার্সিংহোমে লাঠিচার্জ পুলিশের

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : রোগীর পরিবার ও চিকিৎসক-কর্মী সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে বেহালার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুলিশকে রবিবার গভীর রাতে লাঠি চালাতে হয়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সোমবারও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সেখানে। অভিযোগ, বিল নিয়ে বচসার জেরে হাসপাতালের তরফে তাঁদের মারধর করা হয়েছে! হাসপাতালের তরফে অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, ডায়মন্ড হারবারের এক রোগীকে চিকিৎসার জন্য বেহালার ওই হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের বিল নিয়ে বচসা, এর পর দুপক্ষে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। অভিযোগ, সেই বচসার জেরেই রোগীর পরিবারের লোকেদের মারধর করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হলে তাঁদের কাছে অভিযোগ করেন রোগীর স্বজনরা।

এলাকাবাসীর একাংশের বক্তব্য, এই ঘটনা ওই নার্সিংহোমে প্রথম নয়। এই রকম অনেক অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদেরও মারধর করেন। হাসপাতালের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। হাসপাতালের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তিনি পুলিশের হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে স্থানীয় এক যুবককে মারেন।এরপরেই স্থানীয়রা খেপে গিয়ে অভিযুক্ত চিকিৎসকের গাড়ি ও নার্সিংহোমের ভিতরে ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের পর লাঠি চালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বেহালা থানার পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বিপন্ন, আমাদের শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে, হুঁশিয়ারি বিজেপির সহ-সভাপতির

কলকাতা,১২ অক্টোবর (হি স): শনিবার মুর্শিদাবাদের বিজেপি সভাপতি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ বিজেপির। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গাড়ির কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় বলেও অভিযোগ। এরপরেই সোমবার রাজ্য বিজেপির সদর দফতর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বিপন্ন, আমাদের শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে" হুঁশিয়ারি বঙ্গ বিজেপির সহ-সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়ের।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির সহ-সভাপতি বলেন, "আমরা হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। যদি লোকজন মনে করেন যে আমাদের লোকেদের উপর হামলা চালানো হবে এবং খুন করা হবে, তা দেখেও আমরা চুপ করে থাকব, তাহলে তাঁরা ভুল ভাবছেন। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বিপন্ন এবং আমাদের শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা কেরালায় একই পরিস্থিতি দেখেছি। যখন একের পর এক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং বিজেপি কর্মীদের খুনের পর তাঁরা প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। প্রত্যেক আরএসএস এবং বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুর জন্য ওঁরা চারজনকে টার্গেট করেছিলেন। শনিবারের ঘটনায় যদি উপযুক্ত তদন্ত না হয় এবং দোষীদের গ্রেফতার না করা হয়, তাহলে আমরা এখানে একই রাস্তা নেব। আমরা একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী। আমরা অবিচারের প্রতিবাদ করি এবং অবিচারকে রুখে দিই। কিন্তু সেটা যদি কাজে না দেয়, তাহলে আমরা অবিচারের প্রতিশোধ নিতে পিছপা হব না"।

এনসিআরবি-তে অপরাধের কোনও তথ্য না পাঠানোয় রাজ্যের সমালোচনা বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : এনসিআরবিতে অপরাধের কোনও তথ্য না পাঠানোয় রাজ্যের সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

সোমবার সন্ধ্যায় বাবুলবাবু টুইটে লেখেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৮-র পর ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোয় (এনসিআরবি) অপরাধের কোনও তথ্য পাঠায়নি। সব রাজ্য তা পাঠাতে পারে। এই রাজ্য পারে না। কিন্তু তথ্য ও সংখ্যার শুদ্ধতার কথা বলা চাই। সরকারি নথির সঙ্গে মিথ্যাচারিতার কোনও যোগ থাকা উচিত নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অপহরণ ও ধর্ষণের তথ্য নিয়ে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্প্রতি মতানৈক্য হয়। দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সেই প্রেক্ষিতেই বাবুলবাবুর এই টুইট।

একে ৪৭-এর বহু সক্রিয় গুলি সমেত ধুবড়িতে গ্রেফতার এক

ধুবড়ি (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়িতে একে ৪৭-এর বিপুল পরিমাণের তাজা গুলি সমেত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম জহিরুল ইসলাম (৪৫)। ধুবড়িতে জহিরুলের মোবাইল দোকানে তালাশি অভিযান চালায় পুলিশ। তালাশির পর পুলিশ জহিরুলের ঘর থেকে ১৬টি তাজা গুলি উদ্ধার করেছে।

এ সম্পর্কে সোমবার ধুবড়ির পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র জানিয়েছেন, ধুবড়ি শহরের বাহাদুরটারি (নিউঘাট) অঞ্চলের বাসিন্দা জাহিরুল। ধুবড়িতে তার একটি মোবাইলের দোকান আছে। জাহিরুল ইসলাম তার দোকানে সক্রিয় গুলি রাখার জন্য কোনও লাইসেন্স দেখাতে পারেনি। ধুবড়ি শহরে এভাবে অবৈধভাবে একে ৪৭-এর বিপুল পরিমাণের গুলি উদ্ধার হওয়ার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই একটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও জানান, জাহিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্ট এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে বিভিন্ন ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোনও সন্ত্রাসবাদী বা মৌলবাদী চক্রের সঙ্গে জাহিরুলের সম্পর্ক রয়েছে কিনা তার তদন্ত চলছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ঘরে থাকলেও চুল ও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়তে পারে

লকডাউনে ঘরে থাকা মানেই যে ত্বক ও চুলে বাড়তি কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই তা কিন্তু নয়।

ঘরে থাকলেও ত্বক ও চুল সুস্থ রাখতে সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের আহমেদাবাদের ত্বক বিশেষক ডা. মিতা দেশাই বলেন, "ত্বকে সূর্যালোক কম লাগা মানে হল ভিটামিন ডি'র ঘাটতি। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকে ব্রণ, একনি, নখ ফাটা, চুল পড়া, অপরিষ্কার ত্বক, জ্বলুনি, ঘুম ও মানসিক শান্তির অভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকের সমস্যা যেমন সিরোসিস আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।"

শরীর সুস্থ রাখতে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি পাওয়া ভিটামিন ডি কার্যকর।

ডা. দেশাই বলেন, "ঘরে থেকে পাওয়া সূর্যের আলো পর্যাপ্ত নয় কারণ গরম থেকে বাচঁতে ঘরে শীতাতপের ব্যবস্থা করা হয়, তাই ভিটামিন ডি পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য জানালা বা বারান্দার পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।"

ভিটামিন ডি'য়ের চাহিদা মিটাতে খাবারে মাশরুম, চর্বি যুক্ত মাছ- যেমন টুনা, ডিমের কুসুম, পনির, ফলের রস, দুধের তৈরি খাবার, সয়া দুধ ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

লকডাউনে থাকা অবস্থাতেও ঘরে বসে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় বাইরের চেয়েও ঘরের বাতাস বেশি দূষিত থাকে বলে মনে করেন ডা. দেশাই। তাই এই সময়ে রূপচর্চা করার পরামর্শ দেন তিনি।

তার মতে, "যারা এইসময় কোনো রকম মেইকআপ ব্যবহার করছেন না তারাই সবচেয়ে ভালো কাজ করছেন। তাই বলে ত্বকের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেওয়া যাবেনা।"

"নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করা ও আর্দ রাখার কথা মনে রাখতে হবে। ত্বকের সমস্যা দূর করতে রেটিনল, হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং নাইট ক্রিম ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে খাওয়ার ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করুন এতে ত্বক ও চুল ভালো থাকবে।"

ফ্যাশন ও বিউটি ব্লগার ধ্বনি বাজাজ গরমে লকডাউন থাকা অবস্থায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার কিছু উপায় সম্পর্কে জানান।

- মধু ত্বক টানটান করে ও আর্দ রাখে।
- চিনি ত্বক এক্সফলিয়েট করে।
- লেবু ত্বকের বিষাক্ত উপাদান দূর করে

লক ডাউনে চুলের যত্ন

ঘরে থাকলেও ঘাম ও মৃত কোষ সৃষ্টি হয়। তাই চুল পরিষ্কার রাখতে সপ্তাহে দুএকবার শ্যাম্পু করা উচিত। প্রতিদিন বা ঘন ঘন শ্যাম্পু করতে চাইলে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, এতে মাথার ত্বক শুষ্ক হবে না।

চুল ও মাথার ত্বক আর্দ রাখার চেষ্টা করতে হবে। চুল কন্ডিশন করা বাদ দেওয়া যাবেনা। চুলের যত্নে প্যাক ও তেল মালিশ উপকারী। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- জলপাইয়ের তেল, অ্যালো ভেরা ইত্যাদি ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন।

কোন রকম প্রসাধনী ও যন্ত্রপাতি ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই চুল শুকানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে আগা ফাটা ও ক্ষতি হওয়ার সমস্যা কমে যায়। চুল খোলা না রেখে বরং হালকা করে বেঁধে ঘুমান।

লকডাউনের সময় সুস্থ থাকতে ডাক্তার দেশাইয়ের দেওয়া আরও কয়েকটি পরামর্শ হল:

- যোগ ব্যায়াম, ধ্যান না গান শুনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- ভাজা পোড়া খাদ্যাভ্যাস বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অ্যাল্কোহল থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং আর্দ থাকুন।
- কর্মব্যস্ত থাকুন। প্রয়োজনে নানা ধরনের ভিডিও থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন।
- যতটা সম্ভব মুখ কম স্পর্শ করুন। এতে কেবল করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ব্রণ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী ব্যবহারের উপযুক্ত সময়

সময় গেলে সাধন হবে না। তাই সময় থাকতেই সাধনা করলে বয়স্কভাব দেরিতে আসতে পারে।

আর এজন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনযাপনের পাশাপাশি 'অ্যান্টি এইজিং' বা বয়স্ক প্রতিরোধক প্রসাধনীর ব্যবহার উপযুক্ত সময় থেকেই শুরু করা ভালো।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, বয়স পঁচিশ ছুঁই ছুঁই হলেই ত্বক পরিচর্যার রুটিনে খানিকটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

কৈশোরের ছোটখাটো ব্রণের সমস্যা ছাড়া ত্বকে আর কোনো রকমের সমস্যা দেখা দেয় না। এই বয়সে ত্বক সবচেয়ে বেশি সুস্থ থাকে। অনেকে বিশের পর থেকে অ্যান্টি এইজিং ক্রিম ব্যবহার করা শুরু করলেও পঁচিশ বছর এই ক্রিম ব্যবহারের উপযুক্ত সময়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে পরিবর্তন আসতে থাকে। সময় থাকতে 'অ্যান্টি এইজিং' ক্রিম ব্যবহারে তা দীর্ঘ মেয়াদে ত্বক ভালো রাখে।

'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী কেবল বলিরেখা দূর করে না বরং ত্বকে বয়সের ছাপ দূর করে। রোদ, আবহাওয়া ও দূষণের ত্বকের ক্ষতি করে এবং এই ক্ষয় দূর করতে 'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী সহায়তা করে।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী পণ্য ব্যবহার করা উচিত। চাইলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শুষ্ক ও ভঙ্গুর চুলের প্রাকৃতিক যত্ন

জেনে নিন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে মলিন ও নির্জীব চুলের যত্ন নেওয়ার উপায়।

এই সময়ে চুলের স্পা, ট্রিম বা প্রোটিন প্যাক ইত্যাদির করানোর সুযোগ না থাকায় চুল অনেকক্ষেত্রেই হয়ে পড়ছে রুক্ষ ও ভঙ্গুর। ঘরে বসে প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে চুলের যত্ন নেওয়া সম্ভব।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ঘরে বসে চুলের প্রাকৃতিক যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

জলপাইয়ের তেল: চুলের আর্দতা ফিরিয়ে আনতে জলপাইয়ের তেল চমৎকার কাজ করে। ১/৪ কাপ জলপাইয়ের তেল নিয়ে চুল কয়েকভাগে ভাগ করে ব্যবহার করুন। তেল গরম না করেই চুলে ভাগ ভাগ করে তা লাগান। তেল দেওয়া শেষ হলে চুল 'শাওয়ার ক্যাপ' দিয়ে এক ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখুন। এরপর কুসুম গরম পানি ব্যবহার করে চুল শ্যাম্পু করে নিন। নিয়মিত সপ্তাহে একবার ব্যবহারে চুলের নির্জীবভাব ও আগা ফাটার সমস্যা দূর হবে।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: মলিন ও নির্জীব চুলের তাৎক্ষনিক যত্ন নিতে অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের মাস্ক খুব ভালো কাজ করে। দুই চা-চামচ ভিনিগার, দুই চা-চামচ জলপাইয়ের তেল ও একটা ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করে চুলে মাখুন। মাস্ক ব্যবহারের পর চুল শাওয়ার ক্যাপ বা প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখুন দুই ঘন্টা। এরপর শ্যাম্পু করে ফেলুন।

চা: চুল ঝলমলে করতে চা পাতা খুব ভালো কাজ করে। দুধ, চিনি ছাড়া চা পাতা ফুটান। ফুটানো চায়ের নির্যাস ঠাণ্ডা করে শ্যাম্পু করার পরে চুল ধোয়ার জন্য তা ব্যবহার করুন। এতে চুলের বর্ণ উজ্জ্বল হবে এবং প্রাণবন্ত লাগবে দেখেতে।

ডিম: ডিম প্রোটিন সমৃদ্ধ যা চুলে চমৎকার কাজ করে। এক টেবিল-চামচ শ্যাম্পুর সঙ্গে একটা ডিম মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করুন। সর্বোচ্চ এক ঘন্টা রেখে কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এতে চুল হবে উজ্জ্বল ও মাথার ত্বকের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে।

বার বার ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হলে

অতিরিক্ত ধোয়ার কারণে শুষ্ক হওয়া হাত আর্দ রাখার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান।

করোনাভাইরাসের তাণ্ডব মোকাবেলায় ঘরে থাকা আর হাত ধোয়া ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার আমাদের এখন পর্যন্ত নেই। বার বার হাত ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে এই শুষ্কতা আরও বাড়ছে।

অনেকের আবার অতিরিক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারের কারণে হাতের চামড়াও উঠছে। তাই বলে হাত পরিষ্কার রাখা তো আর বন্ধ রাখা যাবে না।

তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এমন পরিস্থিতিতে হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ার উপায়।

অ্যালো ভেরা: ত্বককে প্রশান্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে অ্যালোভেরাতে। এছাড়াও এতে থাকে ব্যাক্টেরিয়ানাশক ও প্রদাহনাশক গুণাবলীও। বাজারে আজকাল বেশ সহজলভ্য অ্যালো ভেরা, আবার বাসাতেও সহজেই অ্যালে ভেরার গাছ লাগিয়ে ফেলতে পারেন। প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ ময়েশচারাইজার হিসেবে অ্যালোভেরার জুড়ি মেলা ভার।

পেট্রোলিয়াম জেলি: এই খনিজ উপাদানটি ময়েশ্চাইজার হিসেবে আমরা ব্যবহার করে আসছি বহু বছর ধরে। এটি ত্বকের ওপর তৈরি করে সুরক্ষা কবচ, ধরে রাখে তার জৈবিক তেল।

সূর্যমুখীর তেল: বিশেষজ্ঞদের মতে এই তেল ময়েশ্চারাইজার হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দতা ধরে রাখার পদ্ধতি জোরদার হয়।ওটস: গোসলের পানিতে যেকোনো ধরনের ওটস মিশিয়ে নিয়ে তা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে ত্বকের প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যায়।

গ্লাভস: ঘরের কাজ নিজে করাই ভালো। গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট মাত্রায় শরীরচর্চা হয়। তবে পানি নিয়ে যেকোনো কাজ করার সময় রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করলে হাতের শুষ্কতা কমবে। কারণ লম্বাসময় পানিতে হাত ভেজা থাকলে ত্বকের জৈবিক তেল ধুয়ে যায়।

লেবুর রস: শুষ্ক ত্বকের সমাধানে লেবুও বেশ কার্যকর। এর রসে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে যা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে। ত্বকের শুষ্কতার কারণে যে বলিরেখা দেখা দেয় সেটা দূর করতে লেবুর রস অত্যন্ত উপকারী।

নারিকেল তেল: ময়েশ্চারাইজার হিসেবে নারিকেল তেল যেমন নিরাপদ, তেমনি পেট্রোলিয়াম জেলির মতোই কার্যকর। এর নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের আর্দতা বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে ত্বকের উপরিভাগের 'লিপিড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও। নারিকেল তেলে থাকে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড' যা শুষ্ক ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে।

মধু: ত্বক আর্দ রাখার পাশাপাশি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে মধু। ত্বকের যত্নে একটি আদর্শ উপাদান এটি। মধু সরাসরি ত্বকের প্রয়োগ করতে পারেন নিশ্চিন্তে।

বয়সের ছাপ দূর করার উপাদান

বলিরেখা ও বয়স্কভাব কমানোর উপাদান রয়েছে রান্নাঘরেই।

চা ও আদা: চা বয়সের ছাপ ধীর করে। চা পানিতে ফুটিয়ে নিন।

বলিরেখা থেকে বাঁচতে চান তাদের জন্য এই প্যাক ভালো।

প্রাকৃতিকভাবে আর্দ রাখে ত্বক।

আঙ্গুর ও গোলাপজল: এই প্যাক

বার্ধক্যের ছাপ প্রথমেই পড়ে মুখে। দেখা দেয় বলিরেখা। প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে বয়সের এই ধরণের ছাপ ধীর করা যায়।

ত্বক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বয়সের ছাপ ধীর করার কয়েকটি পন্থা এখানে দেওয়া হল।

ডিম ও লেবুর রস: বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক ঝুলে যাওয়া ও দাগ পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ডিম ও লেবুর প্যাক খুব ভালো কাজ করে।

একটা ডিম ভেঙে তার সাদা অংশ ও লেবুর রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। তুলার বলের সাহায্যে প্যাকটা ত্বকে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে এলে পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ডিমে থাকা প্রোটিন ত্বকে টানটান ভাব আনে এবং লেবুর রস ত্বকের দাগ, ছোপ কমাতে সহায়তা করে।

চিনি ও মধু: চিনি প্রাকৃতিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। মৃত ও শুষ্ক কোষ দূর করে।

এক টেবিল-চামচ চিনির সঙ্গে এক টেবিল-চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে আলতোভাবে মুখে ব্যবহার করুন। ১০ মিনিট অপেক্ষা করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চিনি মৃত কোষ দূর করে এবং মধু লোমকূপের ময়লা দূর করতে সাহায্য করে।

এতে কোনো রকম দুধ বা চিনি যোগ করবেন না। তারপর আদার রস বা নির্যাস যোগ করুন। চা ঠাণ্ডা হয়ে এলে তুলার বলের সাহায্যে তা মুখে ব্যবহার করুন। ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করে মুখ ধুয়ে নিন। এই প্যাক ত্বক উজ্জ্বল করে এবং বয়সের ছাপ দূর করে।

কলা ও জলপাইয়ের তেল: যারা একটা কলা চটকে এতে এক চা-চামচ জলপাইয়ের তেল মেশান।

প্যাকটটি মুখে মেখে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

কলা পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই সমৃদ্ধ যা ত্বকের বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, জলপাইয়ের তেল তৈরি করতে কয়েকটি আঙ্গুর রস করে নিন এবং এতে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন।

আঙ্গুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ফেরাতে সাহায্য করে। গোলাপ জল ত্বক ঠাণ্ডা রাখে এবং মুখের বাড়তি তেল দূর করতে সহায়তা করে।

রঙিন চুলের যত্ন নিতে

পার্লার যেহেতু বন্ধ তাই নিজের চুলের যত্ন নিতে হবে নিজেকেই।

রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল উপায়গুলো সম্পর্কে।

চুল রং করলে এর স্বাভাবিক গঠনে পরিবর্তন আসে। ফলে অধিকাংশেরই চুল হয়ে যায় রুক্ষ, ভঙ্গুর, শুষ্ক। চুলে রাসায়নিক রং প্রয়োগের সময় অনেকেই কিছু ভুল করেন। যেমন- চুলের সঙ্গে মানানসই প্রসাধনী বেছে ব্যবহার না করা, রং করার পর চুলের প্রয়োজনীয় যত্ন না নেওয়া।

রঙিন চুলের সঠিক যত্ন নিতে নিচের উপায়গুলো অনুসরণ করতে পারেন।

- রঙিন চুলে ব্যবহার করতে হবে 'সালফেটমু শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার, এতে চুলের ক্ষতি কমবে।
- চুলে শ্যাম্পু করার সময় কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। আর কন্ডিশনার ব্যবহারের পর চুল ধুতে হবে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে।
- সেরাম থাকলে তা প্রতিবার চুল পরিষ্কার করার সময় ব্যবহার করতে হবে। শ্যাম্পু করার পর এটি চুলে পুষ্টি যোগায়, সঙ্গে চুলের রং ধরে রাখতেও সহায়তা করে।
- তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে চুল সুন্দর করে এমন পণ্য নিয়মিত ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হয়। তাই এগুলো যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তাপের কারণে চুলের রং নষ্ট হয়, চুল তার আর্দতা হারায়, শুষ্ক ও ভঙ্গুর হয়।
- চুলের জন্য মানানসই শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার খুঁজে বের করতে হবে। এমন পণ্য বাছাই করুন যা চুলের রং স্থায়ী করতে সাহায্য করে।
- চুলে চিরুণি কিংবা ব্রাশ চালানোর সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে তা ভেঙে না যায়। চুল বাঁধতে স্পাইরাল হেয়ার টাই কিংবা কাপড়ের ব্যান্ড ব্যবহার করা উচিত যাতে চুল ছিঁড়ে যাওয়া থেকে কিছুটা সুরক্ষা পায়।

কাছাড়ের কালাইন ব্লকে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অনৈতিক হস্তক্ষেপ, জরুরি সভা ১৪ অক্টোবর

কালাইন (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার কালাইন ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) এলাকায় পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে অনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত সভাপতি, ওয়ার্ড মেম্বার তথা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের বহুক্ষেত্রে অন্ধকারে রেখে চুপিসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাংসদ-বিধায়কদের মতো জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিবর্গ। তাই জনগণের কাছে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরাও দায়বদ্ধ। জনগণের সুবিধা অসুবিধার বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের। কালাইন ব্লকের আওতায় ১৫টি জিপি রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নমূলক কার্যসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনৈতিক ও অনধিকার হস্তক্ষেপ করে থাকেন জনৈক নেতা। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি আগামী ১৪ অক্টোবর সকাল ১১টায় কালাইন জিপি অফিস লাগোয়া স্থানে এক জরুরি সভার আয়োজন করেছেন কালাইন ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি সমিতির সভানেত্রী তথা কুশিয়ারকুল জিপি সভাপতি মিতা নাথ। কালাইন জিপির সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী কালাইন ব্লকের প্রত্যেক জিপি সভাপতি তথা সমিতির সদস্য সদস্যাদের ওই সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সভাপতি এবং সদস্য সদস্যাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য কাটিগড়ার বিধানসভা এলাকায় কাটিগড়া ও কালাইন দুটি উন্নয়ন খণ্ড রয়েছে। কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ডের অধীনে ১০টি জিপি এবং কালাইন উন্নয়ন খণ্ডের অধীনে ১৫টি জিপি আছে। মোট ২৫টি এলাকার পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজে প্রায় সময় হস্তক্ষেপ করে থাকেন বিধায়ক অমর জৈন।

এমন অভিযোগ রয়েছে কাটিগড়ার সর্বত্র। কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন নির্বাচিত হওয়ার পর থকেই এমন রেওয়াজ শুরু হয়েছে। যার ফলস্বরূপ পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেক সময় অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তাই অবাঞ্ছিত কিছু সমস্যার সমাধানসূত্র বের করা নিয়েও সভায় বিস্তর আলোচনা করা হবে বলে এক প্রেস বার্তায় জানিয়েছেন কালাইন জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী।

দেশজুড়ে ধর্ষণ ও নারী হত্যার প্রতিবাদে কাছাড়ে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিক্ষোভ

শিলচর (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার ছোট দুধপাতিলের কাঠলওলা বাজারে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা উত্তরপ্রদেশের হাথরাস, করিমগঞ্জের শিবানী নমশূদ্রের হত্যা ও ধর্ষণ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের ওপর সংগঠিত ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। সংগঠনের সদস্যরা বলেন, দেশের সর্বত্র প্রতিদিন শিশু থেকে বৃদ্ধারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনার জন্য দায়ী মদ, ড্রাগস ও অশ্লীলতার প্রচার বন্ধ হচ্ছে না। এখন গ্রামে গ্রামে মদের দোকান খোলার অনুমতি প্রদান করছে বর্তমান সরকার। অন্যদিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পর্ণ ভিডিও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও দেখছে যা ধর্ষণের মতো ঘটনা সংগঠিত করতে তাঁদের প্ররোচিত করছে।

সরকারের কাছে বারবার এগুলো সারা দেশে বন্ধ করার দাবি জানানো হচ্ছে। অথচ সরকার তা বন্ধ করার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ফলে এ ধরনের অমানবিক ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারের নীরব ভূমিকার জন্য অভিযুক্তরা উৎসাহিত হচ্ছে। সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদিকা দুলালী গাঙ্গুলি বলেন, দেশে সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু মেয়েদের উপর অত্যাচারের কোনও পরিবর্তন হয় না। তিনি এ-ও বলেন, বর্তমান দেশের প্রধানমন্ত্রী ”বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও” স্লোগান দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ দেশের ”বেটিরা মেয়েরা, মা-রা আতংকিত, কখন কে কোথায় ধর্ষণের শিকার হবে। তিনি বলেন, এভাবে চলতে পারে না, মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে না পারলে সরকারের গদিতে বসে থাকার কোনও অধিকার নেই। মহিলাদের ইজ্জত ও জীবন রক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের পথে মহিলারা এগিয়ে যেতে বাধ্য হবেন।

বিতর্কিত মন্তব্য ! ফারুক আব্দুল্লাহ নিন্দায় সরব বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ এক মন্তব্য নিয়ে নিন্দায় সরব বিজেপি। দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা শোভা পায় না এক সাংসদের মুখে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

সোমবার দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফারুক আব্দুল্লাহ দেশদ্রোহীর মতন মন্তব্য করে জানিয়েছেন, আগামী দিনে তিনি সুযোগ পেলে চিনের সাহায্য নিয়ে উপত্যকায় ফের ৩৭০ ধারা বলবত করবেন। সংশ্লিষ্ট ওই বিতর্কিত সাক্ষাৎকারে চিনের বিস্তারবাদী নীতির প্রশংসা করেছেন ফারুক। এমনকি তিনি এও দাবি করেছেন কাশ্মীর যদি চিনের সঙ্গে মিশে যায় তবে সেটা ভাল হবে। দেশের সার্বভৌমত্বের উপর প্রশ্ন চিহ্ন বসিয়ে দেওয়ার কথা শোভা পায় না এক সাংসদের মুখে।এই ফারুক আব্দুল্লাহ আগে জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর কি ভারতের বাবার।পিওকে এর উপর দখল করার আগে মনে রাখতে হবে পাকিস্তান চুড়ি পড়ে বসে নেই বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

ফারুক আব্দুল্লাহ এহেন মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, পাকিস্তান এবং চিন প্রসঙ্গে ফারুক আব্দুল্লাহ নরম মনোভাব পোষণ করে চলেছেন।তার মনে ভারত নিয়ে লজ্জা রয়েছে। এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে।

শুধু ফারুক আব্দুল্লাহ নয় সম্প্রতি রাহুল গান্ধীও যেভাবে মন্তব্য করে চলেছেন সেটা শুনলে বোঝা যাবে যে এই দুই রাজনীতিবিদ একই মুদ্রার দুই পিঠ। এই সেই রাহুল গান্ধী যিনি এক সপ্তাহ আগে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভীত হয়ে লুকিয়ে রয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ারস্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাকিস্তানে হিরো বনে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। এবার চিনে হিরো হয়েছেন ফারুক আব্দুল্লাহ।

মণিপুরে করোনাক্রান্ত প্রথম চিকিৎসকের মৃত্যু

ইমফল, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে মণিপুরে এক খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুতে তিনি রাজ্যের প্রথম চিকিৎসক। দিল্লিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডা. বহেনজিবাম ইমো সিংহ (৬৫)-এর আজ মৃত্যু হয়েছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে শ্বাসযন্ত্রে গুরুতর সমস্যার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা দাবি করেছেন।

ডা. বহেনজিবাম ইমফলের সুবা হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এতে তাঁর ফুসফুস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন তাঁকে রিমস হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে অ্যাপলো হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

কিন্তু, আজ চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গত ২৪ মার্চ মণিপুরে প্রথম করোনাক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এর পর থেকে প্রচুর চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সুস্থ হয়েছেন। প্রথিতযশা এই চিকিৎসকের মৃত্যুতে মণিপুরে চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

মাত্র আট মিনিটেই শেষ নির্ভর ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি. স.): প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে মাত্র আট মিনিটে।পরীক্ষা সফল হয়নি বলে জানিয়েছে ডিআরডিও। পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম সাবসনিক ক্রুজ শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র নির্ভয়ের এর আগে চারবার পরীক্ষা করা হয়েছিল। সোমবার ছিল পঞ্চম পরীক্ষা।কিন্তু প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে মাত্র আট মিনিটের মধ্যেই শেষ নির্ভয়ের পরীক্ষা। জানা গেছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ফের একবার নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হবে। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে সচেষ্ট ভারতীয় সেনাবাহিনী। সেই লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে ভারত।

ছয়ের পাতায়

করোনা যোদ্ধার প্রয়াণে শোক অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : করোনায় অ্যাম্বুলেন্সের এক মুসলিম চালকের মৃত্যুর পর লোকসভার কংগ্রেস নেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বললেন,“সব ধর্ম আমাদের মানুষের সেবার জন্য শিক্ষা দিয়েছে।“

সোমবার অধীরবাবু টুইটে লেখেন, “আরিফ খান একজন এম্বুলেন্স চালক, শহীদ ভগৎ সিং সেবা দলের একজন করোনা যোদ্ধা। গত ৬ মাস বাড়ি যায়নি, দিনের পর দিন করোনা সংক্রমিত ও করোনায় মৃত মানুষকে নিয়ে দিল্লির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত এম্বুলেন্স পরিষেবা দিয়েছেন। নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। করোনা তাঁকে আক্রমণ করল ও জীবনটা তাঁর কেড়ে নিল।

আরিফ খান করোনা সংক্রমিত হয়ে মারা গেলেন। মানুষের সেবার থেকে বড় ধর্ম আর কি হতে পারে? আরিফ ভাই আমাদের শেখালেন - সব ধর্ম আমাদের মানুষের সেবার জন্য শিক্ষা দিয়েছে, আরিফ খান জন্নতবাসি হন।“

ফের শহরের রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স-দৌরাত্ম্য

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি স): চলতি বছর করোনা আবহে বিভিন্ন হাসপাতাল গুলোর বিরুদ্ধে যেরকম উঠেছে অমানবিকতার অভিযোগ। সেরকমই উঠেছে অ্যাম্বুলেন্স-র বিরুদ্ধে অতিরিক্ত টাকা হাঁকানোর অভিযোগ। ফের সপ্তাহের শুরুর দিনেই ৩০০ মিটার যেতে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া ৬০০০ টাকা হাঁকানোর অভিযোগ। শহরের রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স-দৌরাত্ম্যে কপালে ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় চরম সমস্যায় ভুগছে শহরবাসী। আর সেই সুযোগের ব্যবহার করে ঝোপ বুঝে কোপ মারছে অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা। এদিন এক করোনা আক্রান্ত রোগীকে বিএম বিড়লা থেকে সিএমআরআই যেতে চড়া ভাড়া চায় অ্যাম্বুল্যান্স চালক। করোনা আক্রান্ত কে নিয়ে ৩০০ মিটার যেতে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া ৬০০০ টাকা। অ্যাম্বুল্যান্সের দৌরাত্ম্যে চোখে সর্ষেফুল দেখছে রোগীর পরিবার। উল্টে অ্যাম্বুল্যান্স চালকের দাবি ভাল পরিষেবা দিতে নাকি চড়া ভাড়া। অসহায় অবস্থা রোগীর পরিবারের।

এবার পুজোয় বিনামূল্যে মাংস-ভাত বিলি কসবায়

কলকাতা,১২ অক্টোবর (হি স): হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকদিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে অনেকেরই পকেট ধরেছে টান। তাই এবার পুজোয় ”মমতাময়ীর হেঁশেল” থেকে কসবায় বিনামূল্যে মাংস-ভাত বিলির সিদ্ধান্ত নিলেন কাউন্সিলর।

ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। এবার পুজোয় উৎসবের মরশুমে কসবা অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের মাংস-ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। পঞ্চমী থেকে দশমী, প্রতিদিন বিনামূল্যে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে খাবার পরিবেশন।

পুলিশের জালে কুখ্যাত গো-মাফিয়া আদম আলি, উদ্ধার গুলি সহ একে-৪৭ ও পিস্তল

ধুবড়ি (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : তিন মাস আত্মগোপন করে পার পায়নি। শেষ সাতদিনের পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে পাকড়াও হয়েছে ধুবড়ির কুখ্যাত গো-মাফিয়া আদম আলি। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একে ৪৭ সিরিজের অত্যাধুনিক রাইফেল, পিস্তল ও গুলি। ধৃত আদম আলির হেফাজত থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে ভাবনায় ফেলেছে। বাংলাদেশে গরু পাচার বাণিজ্যের পাশাপাশি সে কোনও মৌলবাদী চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র জানান, গতকাল গুয়াহাটি মহানগর পুলিশের সহযোগিতায় ধুবড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সীমান্ত) দেবাশিস চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশের এক দল হাতিগাঁও গ্লোবাল হাসপাতাল সংলগ্ন এক গোপন স্থান থেকে গো মাফিয়া আদম আলিকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার করে গতরাতেই তাকে ধুবড়ি নিয়ে আসা হয়েছে।

আদম আলিকে গ্রেফতার করার পর ধুবড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্রের নেতৃত্বে গৌরীপুর এবং বালাজানে তার বিশাল সম্পত্তির তালাশি শুরু হয়েছে। কুখ্যাত গো মাফিয়া আদমের বাড়ি থেকে মায়ানমারে তৈরি একটি একে ৪৭ রাইফেল, ৯ এমএম পিস্তল, বহু সংখ্যক গুলি, কয়েকটি ব্যাংকের পাস বুক, এটিএম কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদি উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবারও বিভিন্ন এলাকায় তার ডেরায় হানা দিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র।

পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র জানান, গতকাল ধুবড়ি শহরে বাহাদুরটারি (নিউঘাট) এলাকায় জনৈক

ছয়ের পাতায়

মহাষষ্ঠীর দিন বঙ্গবাসীকে মোদীর ভারচুয়াল শুভেচ্ছা

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিয়ে ভারচুয়াল ভাষণ দেওয়ানোর আয়োজন করল বিজেপি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সমীক্ষার নিরিখে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতার তকমা পাওয়া মানুষটিকে সামনে রেখে বিধানসভা ভোটের আগে দলের শক্তিবৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল।

লোকসভা ভোটে অসাধারণ সাফল্যে পেয়েই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন, এবার একমাত্র লক্ষ্য বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা জয় ছাড়া বিজেপির স্বর্ণযুগ আসবে না বলেও মন্তব্য করেছিলেন নরেন্দ্র মোদীর ছায়াসঙ্গী। আর এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস আগে বাঙালির অনুভূতিকে ছুঁতে দুর্গাপুজোকেই টার্গেট করেছেন নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহরা। সেই সূত্রেই মহাষষ্ঠীর দিনই বঙ্গবাসীর উদ্দেশে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সোমবার দুপুরে দিল্লি থেকে ফেরার সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বঙ্গ বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। সে সময় তিনি বলেন, ‘আগামী ২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে ভারচুয়ালি থাকবেন। বাংলার সমস্ত মানুষকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানাবেন। এই পবিত্র উৎসবে বঙ্গবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।’

আর অমিত শাহের রাজ্যে আগমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ”দলের বৈঠকে যোগ দিতে উত্তরবঙ্গে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুর্গাপুজোর আগেই আসার চেষ্টা করছেন তিনি। তবে এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।” দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতার স্বাদ পেলেও এখনও অধরা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থানে বিধানসভা নির্বাচন জিততে তাই কোনও চেষ্টা বাদ রাখছে না সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্ব। গত ৮ তারিখ সদ্য যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি পদে আসীন তেজস্বী সূর্যকে নবান্ন অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাংলায় পাঠানো হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে কাজের বেহাল অবস্থার সমালোচনা সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : দু'হাজার পদে লোক নেওয়া হবে। আবেদনকারীর সংখ্যা ২০ লক্ষ। পরীক্ষায় বসার ন্যূনতম মান অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ। কিন্তু আবেদনকারীদের মধ্যে আছে পিএইচডি-ও।

রাজ্যের বন দফতর বন সহায়ক পদে নিয়োগের জন্য পর্যাক্রমে পরীক্ষা নিচ্ছে। চড়া রোদ্দুর ও করোনার সংক্রমণের আশঙ্কা উপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীরা আসছেন।

পশ্চিমবঙ্গে কাজের এই বেহাল অবস্থার সমালোচনা করলেন সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। সোমবার তিনি টুইটে সেই দৃশ্যের উল্লেখ করে লেখেন, “রাজ্যে চূড়ান্ত নাজেহাল চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরি নেই। লাইনে অসংখ্য যুবকের ভীড়। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তার সরকার নাকি ১কোটি ৩৬ লক্ষ যুবককে কাজ দিয়েছে। তাহলে এইট পাশ বন সহায়কের জন্য এই দীর্ঘ লাইনে কারা?

মাননীয়ার সবটাই এত মিথ্যা কেন?মানুষের সাথে এত প্রতারণা কেন?“

আসন্ন দুর্গা পূজা ও অতিমারীতে মুখ্যমন্ত্রীকে এসডিএফ-এর খোলা চিঠি

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা বাঙালি একরকম ভুলতে বসেছে করোনা পরিস্থিতির কথা। এই অবস্থায় সতর্ক করে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিল চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (এসডিএফ)।

সংগঠনের সভাপতি ডা: প্রদীপ ব্যানার্জী ও সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাসের এই চিঠিতে লেখা হয়েছে, “দেখতে দেখতে এ বছর ও শেষ পর্যন্ত দুর্গা পুজোটা এসেই পড়ল। বাঙালির সব থেকে বড়ো উৎসব। সবাই তাই তৈরি হচ্ছে কোমর বেঁধে। পাড়ায় পাড়ায় জোর কদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ঘোষণায়, আবার এবছর থেকেই কয়েকটি নতুন পুজোও চালু হতে চলেছে। প্রাক পুজো কেনাকাটায় শপিং মল গুলোতে উপচে পড়ছে ভিড়। (সম্প্রতি এরকমই একটি জুতোর বিপণির ভিড়ে ঠাসা শোরুমের ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়)। আসন্ন পুজোর জন্য চলছে নানা রকমের প্ল্যানিং।

চিকিৎসক সংগঠন হিসেবে এই জায়গাটা নিয়ে আমরা আতঙ্কিত। কারণ যে পরিমাণ মানুষ ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমেছেন, কেনাকাটা করছেন, নিঃসন্দেহে পুজোর দিনগুলোতে সেটা আরো অনেক বেশি বাড়বে। চাপ বাড়বে পরিবহন ব্যবস্থার উপরে - উপচে পড়বে ভিড়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিকেয় উঠবে সোশ্যাল ডিসটেন্স এবং স্বাস্থ্য বিধি পালন। ফলে পুজোর পরেই কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তার উপরে শীত আসন্ন, বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই আশঙ্কা অতিমারী র স্বাভাবিক নিয়মেই একটা সেকেন্ড ওয়েভ আসতে পারে এ সময়ে। যা আসলে প্রথম ঢেউয়ের শীর্ষ বিন্দু থেকেই শুরু হবে। ফলে তা হতে পারে আরো ভয়ঙ্কর। আর শ্বাসকষ্ট থেকে নিউমোনিয়া এসবের প্রকোপ তো এমনিতেই শীতকালে থাকে ঊর্ধমুখী, তার উপরে করোনা যোগ হলে অচিরেই এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হবে।রাজ্যের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়বে।

সম্প্রতি কেরালায় আমরা দেখেছি ওনামের পরে সেখানে দৈনিক সংক্রমণের মাত্রা এক লাফে ১২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জমায়েত র ফলেও সর্বত্রই করোনা সংক্রমণ বেড়েছে বহুগুণ। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কেরালা তিনগুণ। উৎসবের ব্যাপ্তি হিসেবে ওনামকে দশ গোল দিতে পারে দুর্গাপুজো। তাই আমাদের আশঙ্কা পুজো পরবর্তীকালে করোনার প্রকোপ রাজ্যে অন্তত ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর কিছুটা প্রভাব তো আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে করোনা র দৈনিক সংক্রমণ কিন্তু আমাদের রাজ্যে ঊর্ধমুখী। আমাদের রাজ্যে এখনই বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে বেড প্রায় ভর্তি। তার উপর, সীমিত ক্ষমতা/লোক বল নিয়ে, গত সাত মাস ধরে, একটানা লড়াই করে করে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরাও ক্লান্ত। তারা নিজেরাও অনেকে আক্রান্ত, প্রচুর ডাক্তার ও চিকিৎসাকর্মীদের আমরা হারিওয়েছি এই লড়াইয়ে। এই পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে কি হতে পারে তা হয়তো অনেকে আন্দাজ ই করতে পারছেন না। আরো অনেক চিকিৎসক কর্মী আক্রান্ত হয়ে বসে যাবেন অথবা মারা যাবেন। আর তার ফলে অসংখ্য মানুষ কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন। সরকার হয়তো আবার বাধ্য হবে লকডাউনের দিকে যেতে। ফলে আরও অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হবেন।

কিন্তু তাহলে উপায় কি? পুজো বন্ধ ই কি তাহলে একমাত্র সমাধান? যুক্তির দিক থেকে হয়তো তাই ই। সারাদেশে দৈনিক সংক্রমণ যখন দু পাঁচ হাজার ছিল, আমরা লকডাউন করেছি। আর এখন যখন সেই সংখ্যাটা প্রায় লাখ এর কাছাকাছি (আর রাজ্যে সাড়ে তিন হাজারের বেশি) আমরা বড় জমায়েত করতে চলেছি!!! তা ও সরকারি স্পনসরসীপেই। আসলে ভোট বড় বালাই কিনা! তবে এটাও ঠিক, দুর্গাপূজা এখন আর শুধু উৎসব নয়, বলা যায় একটা ইন্ডাস্ট্রি। বহু মানুষের সারা বছরের রোজগারের একটা বড় অংশ আসে উৎসবের এই কয়েকটা দিন থেকে। তাই এই দিনগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। আবার কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের সারা বছরের মুনাফার একটা বড় অংশও উঠে আসে এই সময়ে। আর সরকারও সেই ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবেই পুজোয় উৎসাহ দিয়ে চলেছে। পূজো তাই হবেই। মুখে যে যাই বলুক, বেশ বড় করেই হবে। লোক সমাগমও হবে প্রচুর। এই পরিস্থিতিতে কিভাবে বাঁচিয়ে চলবেন করোনার থাবা? সুস্থ রাখবেন নিজেকে, নিজের পরিবার কে? তার জন্য সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে জণগণের জন্য এই সচেতনতা মূলক প্রচার।

প্রথমত : সতর্কতা, সর্তকতা এবং সর্তকতা। এতদিনে সকলেই মোটামুটি ভাবে জানেন করোনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে কি কি করা উচিত। আর সেগুলোকেই বজায় রাখতে হবে আগামী আরো কিছুদিনের জন্য। অর্থাৎ সঠিক মাস্ক সঠিকভাবে পড়া, বারবার হাত ধোয়া /স্যানিটাইজ করা, বাইরে থেকে এসে জামা কাপড় জুতো দ্রুত ছেড়ে ফেলা এবং সর্বতোভাবে ভিড় এড়িয়ে চলা। এই সাধারণ কয়েকটা জিনিস, কিন্তু কঠোর ভাবে পালন করতেই হবে সবাই কে।

দ্বিতীয়ত : পুজোর কেনাকাটাতেও ভিড় এড়িয়ে চলুন। যাদের পক্ষে সম্ভব অনলাইনে কিনুন আর না হলেও বড় বড় শোরুম গুলো এড়িয়ে চলুন। এই একটা বছর না হয় পাড়ার ছোট দোকান থেকেই কেনাকাটা সারলেন। এতে ভিড়/সংক্রমন যেমন এড়াবেন আপনি, হাতে দুটো পয়সা পেয়ে তেমনই হয়তো বেঁচে যাবে সেই সব ছোট ব্যবসায়ীরাও। আর দলবেঁধে শপিংয়ে না গিয়ে বাড়ির একজনই গিয়ে সবার জন্য কিনে আনুন।

তৃতীয়ত : দলবেঁধে মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে পুজো দেখা, আড্ডা অন্তত এই বছরের জন্য ভুলে যান। এড়িয়ে চলুন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া দাওয়াও। বেঁচে থাকলে এই সুযোগ বছর বছর পাবেন আপনি। চার বছর অন্তর অলিম্পিক যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছাতে পারে, তাহলে বছরকার দুর্গাপূজার আনন্দ-ফুর্তিও না হয় এক বছর পিছিয়েই দিলেন। এই অতিমারীতে আমরা সকলেই তো কাউকে না কাউকে হারিয়েছি, হয় বন্ধু না হয় সহকর্মী, প্রতিবেশী না হলে সরাসরি পরিবারের ই হয়তো কেউ। ভালো লাগবে সেই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে নিজে আনন্দ করতে?

চতুর্থত : বাড়ির শিশু ও বয়স্কদের ব্যাপারে আরও সাবধান হোন। এতদিনে সবাই জানেন করোনা তে মৃত্যুহার বয়স্কদের মধ্যে বেশি। তাই তাদের ঘর আলাদা করুন, ভিড়ের মধ্যে বের করবেন না। বাইরে থেকে এসে ভালোভাবে পরিষ্কার না হয় তাঁদের কাছে যাবেন না বা প্রয়োজনে মাস্ক পড়ে যান।

পঞ্চমত : বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। ঘরে রান্না করা অধিক প্রোটিন জাতীয় খাবার খান। (কিডনির সমস্যা না থাকলে) ফল এবং টক দই থাকুক নিয়মিত খাদ্যতালিকায়। তার সাথে প্রচুর জল, মাল্টি ভিটামিন, ভিটামিন সি এবং জিংক। ফিট থাকতে নিয়মিতভাবে একটু শরীরচর্চা এবং ব্রিদিং এক্সারসাইজ ও করুন।

এর বাইরে সংগঠনগতভাবে, আমরা সার্ভিস ডক্টর ফোরাম এর পক্ষ থেকে অতিমারী নিয়ন্ত্রণে রাখতে, রাজ্য সরকারের কাছেও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি জানাচ্ছি।

প্রথমত : প্রাক পুজোর কেনাকাটার ক্ষেত্রে, অন্তত বড় শপিংমলগুলোতে প্রতি ঘন্টায় ক্রেতার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট গাইডলাইন বের করতে হবে সরকার কে যাতে একসাথে বিরাট ভিড় না হয়।

দ্বিতীয়ত : পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের বিপুল সমাগম ঠেকাতে, নির্দিষ্ট লিখিত নির্দেশিকা জারি করতে হবে এবং তা মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে পূজো কমিটি গুলোকে।

তৃতীয়ত : মেট্রো সহ গণ পরিবহন ব্যবস্থা, অন্তত শহরের ক্ষেত্রে অনেকটা পরিমাণে বাড়াতে হবে যাতে ভিড় কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে গ্রামীণ এলাকায় করোনা ছড়িয়ে পড়া আটকাতে লোকাল ট্রেন অন্তত পুজো পর্যন্ত বন্ধ রাখাই উচিত বলে আমরা মনে করি।

চতুর্থত : পুজোর পরেই কোভিড পরিস্থিতি খারাপ হবে ধরে নিয়ে, সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। বাড়াতে হবে কোভিড হাসপাতালের সংখ্যা, ক্রিটিক্যাল কেয়ার বেড এবং ভেন্টিলেটর। তার সাথে সাথে বিরাট সংখ্যক ডাক্তার এবং অন্যান্য চিকিৎসক কর্মীও নিয়োগ করতে হবে।

দায়িত্ব শীল চিকিৎসক সংগঠন হিসেবে এই গুলি দাবীপত্রের আকারে আমরা সরকারের কাছে পৌঁছে দেব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অতিমারী নিয়ন্ত্রণে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই করোনার বিরুদ্ধে আমরা জয়ী হতে পারবো।”

ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের নাম করে অর্থ দাবি, গ্রেফতার যুবক

ডিফু (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : ডিমা হালম দাওগা সংক্ষেপ ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের নামে অর্থ দাবি করে অবশেষে গ্রেফতার হয়েছে তাজ উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত তাজ উদ্দিনের বাড়ি হোজাই জেলার লংকা এলাকার কারিখানায় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল সড়ক নির্মাণকারী কোম্পানি ভারতীয় ইনফ্রা প্রজেক্ট লিমিটেডের নির্মাণ কাজের তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেদার বাজাজের কাছে। অভিযুক্ত নিজেকে জঙ্গি সংগঠন ডিএইচডি-র সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছিল নির্মাণ সংস্থার ওই কর্মচারীকে। খেরনি পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার পবন কলিতার নেতৃত্বে ১০-১২ দিনের অভিযানে অভিযুক্ত তাজ উদ্দিনকে পাকড়াও করা হয়েছে। হোজাই জেলার কারিখানা গ্রামের বাসিন্দা তাজ উদ্দিনের কাছ থেকে মোবাইল ও সিমকার্ড উদ্ধার করার পাশাপাশি তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

খেরনি ফাঁড়ি ইনচার্জ পবন কলিতা জানান, এর আগেও অভিযুক্ত তাজ উদ্দিন অনুরূপ ঘটনা সংগঠিত করেছে। অর্থ দাবির মতো দুষ্কার্য চালিয়ে পশ্চিম কারবি আংলঙের বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল সে। তাকে জেরা করা হচ্ছে।

বলবিন্দর সিং কান্ডে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের নোটিস পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : নবান্ন অভিযানে বলবিন্দর সিংহের হেনস্থায় মমতা প্রশাসনের কাছে
রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে উদ্দেশ করে পাঠানো ওই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে। চিঠির কারণ হিসাবে লেখা হয়েছে নিরাপত্তা অফিসার বলবিন্দর সিংয়ের পাগড়ি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খুলে দেওয়া।

চিঠিতে ভারত সরকারের যুগ্মসচিব ডি ই রিচার্ডস লিখেছেন, তাঁকে কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে এই জবাব পাঠানোর কথা জানাতে বলেছে। দিল্লি বিজেপি-র মুখপাত্র তাজিন্দর পাল সিং বাগ্গার অভিযোগক্রমে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিজেপি-র মহাকরণ অভিযানে বলবিন্দর সিংয়ের পাগড়ি খুলে যাওয়ার ঘটনার পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার বাগ্গা চারটি ছবি-সহ টুইটে লেখেন, মমতা সরকার যেভাবে এক শিখ সুরক্ষাকর্মীর পাগড়ি খুলে তাঁর কেশের অপমান করল, তা ১৯৮৪ সালের নরসংহারের দৃশ্য মনে করিয়ে দিল। দেশের স্বাধীনতায় শিখরা সবচেয়ে বেশি বলিদান দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যে সরকার এ রকম ব্যবহার করল, তাদের এক মিনিটও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

রনডিহা জলাধারে পা পিছলে তলিয়ে গেল যুবক

দুর্গাপুর, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : ফের জলাধারের জলে পড়ে তলিয়ে গেল যুবক। সোমবার বিকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের রনডিহা জলাধারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ বছর ২২ এর যুবকের নাম প্রকাশ পান্ডিত। তাঁর বাড়ি কাঁকসা পানাগড় এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয়রা জলে নেমে তল্লাশি শুরু করে নিখোঁজ যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে রনডিহা জলাধার এলাকায় ৬ জন যুবক বাইক নিয়ে ঘুরতে আসে। তাঁরা পায়ে হেঁটে জলাধারের পাশে ঘোরাঘুরি করতেই প্রকাশবাবু হঠাৎই পা পিছলে জলে পড়ে যায়। জলের স্রোতে নিমেশের মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। স্থানীয় মৎসজীবিরা তড়িঘড়ি এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাই পুলিশ। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি যুবকের। নিখোঁজ যুবকের বন্ধু সোনু পণ্ডিত বলেন, ' আমরা চারজন বন্ধু দুর্গাপুরে থাকি। আমাদের পুরোনো বন্ধু প্রকাশ। তাঁর সাথে ৬ বছর পরে দেখা করতে এদিন রনডিহায় এসেছিলাম।'

করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি বিধি মেনে পুজো উৎসব পালনের আহ্বান বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের

বাঁকুড়া, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি বিধি মেনে পুজো উৎসব পালন করার আহ্বান জানালেন জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার ৬৫১ টি সার্বজনীন পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা করে চেক প্রদান করা হয়।

এই উপলক্ষে বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ বলেন সরকার বিধি অনুযায়ী পুজো অনুষ্ঠান করার জন্য প্রত্যেক পুজো কমিটিকে গাইডলাইন পাঠানো হয়েছে। সেই মোতাবেক অনুষ্ঠান, মন্ডপের স্যানিটাইজার ব্যবস্থা দর্শনার্থীদের মাস্ক ব্যবহার আবশ্যক ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।প্রত্যেক পুজো কমিটির কাছে সেই বিধি-নিষেধ যথাযথ পালন করার আহ্বান জানান তিনি।

পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও এন বলেন পুজোর সময় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমস্ত রকম পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ,সারারাত পুলিশের টহলদারি বজায় থাকবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা পরিষদের মেন্টর অরূপ চক্রবর্তী উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সরকারি বিধি মেনে পূজা পালন করার আহ্বান জানান।

এবছর৬৫১ টি সার্বজনীন পুজো কমিটি কে সরকারি সাহায্য হিসাবে ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা করা হচ্ছে ,গতবছর ৫৩১ টি সার্বজনীন পূজা কমিটি কে সরকারিভাবে সাহায্য করা হয়েছিল এ বছর আরো একশ কুড়িটি বেড়ে ৬৫১ পুজো কমিটিকে সাহায্য করা হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু ,পুর প্রশাসক মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত ,বিধায়ক শম্পা দরিপা ও অরুপ খাঁ উপস্থিত ছিলেন।

শর্ট সার্কিটের জেরে অগ্নিকাণ্ড চিৎপুরে প্লাস্টিক কারখানায়

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি স): বহু ঘন্টার চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে চিৎপুরে প্লাস্টিক কারখানায়। চিৎপুরে প্লাস্টিক কারখানায় শর্ট সার্কিট থেকেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড খবর দমকল সূত্রে।

সপ্তাহের শুরুর দিনেই চিৎপুরে একটি প্লাস্টিক কারখানার দোতালায় আগুন লাগে। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন। প্লাস্টিক কারখানার আগুন নেভাতে হিমশিম খন দমকল কর্মীরা। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এলাকায়।

দমকল সূত্রে খবর, ওই প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। কারখানার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীরা ছাদের দরজা এবং সমস্ত জানলা ভেঙে প্রথমে ধোঁয়া বের করে দেন। এর আগেও তিনবার এখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। শর্ট সার্কিটের জেরে অগ্নিকাণ্ড, দমকলের প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই অনুমান। এবারের আগুন লাগায় গোটা কারখানা পুড়ে যায়। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেই মনে করছে দমকল কর্মীরা।

ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা

পাচের পাতার পর

বিগত কয়েক মাসে ক্রমাগত বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করে চলেছে ভারত। এ ছাড়াও বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র কিনেছে করেছে ভারত। পূর্ব লাদাখে বর্তমানে মোতায়েন করা রয়েছে নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্র। এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে থাকা যেকোনো লক্ষ্য বস্তুর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। উচ্চতা ৬ মিটার লম্বা ১৫০০ কেজি ওজনের নির্ভয়ের ভয়ে ভীত চিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মণিপুরে করোনাক্রান্ত প্রথম চিকিৎসকের মৃত্যু

ইমফল, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে মণিপুরে এক খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুতে তিনি রাজ্যের প্রথম চিকিৎসক। দিল্লিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডা. বহেনজিবাম ইমো সিংহ (৬৫)-এর আজ মৃত্যু হয়েছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে শ্বাসযন্ত্রে গুরুতর সমস্যার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা দাবি করেছেন।

ডা. বহেনজিবাম ইমফলের সুবা হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এতে তাঁর ফুসফুস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন তাঁকে রিমস হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে অ্যাপলো হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

কিন্তু, আজ চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গত ২৪ মার্চ মণিপুরে প্রথম করোনাক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এর পর থেকে প্রচুর চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সুস্থ হয়েছেন। প্রথিতযশা এই চিকিৎসকের মৃত্যুতে মণিপুরে চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

করোনা মুক্ত উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি. স.): করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।শীঘ্রই নিজের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফের শুরু করতে পারবেন তিনি বলে জানা গিয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে করোনায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি। বাসভবনে নিজেকে একান্তবাসে রেখে তার চিকিৎসা চলছিল। বর্তমানে তিনি করোনামুক্ত বলে জানা গিয়েছে। উপরাষ্ট্রপতির কার্যালয় তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এইমসের চিকিৎসককে একটি দল উপরাষ্ট্রপতি এবং তাঁর স্ত্রী ঊষা নাইডুর আর টি - পিসিআর পদ্ধতিতে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। করোনা মুক্ত হওয়ার পর চিকিৎসক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন উপরাষ্ট্রপতি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা

প্রয়াত নাগাল্যান্ডের মন্ত্রী সিএম চ্যাং

কোহিমা, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সিএম চ্যাং প্রয়াত হয়েছেন। ৭৮ বছর বয়সে আজ তিনি কোহিমায় নাগা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যায়নি এখনও। নকসেন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সিএম চ্যাং অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক এবং নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন সাংসদ ছিলেন।

২০১৮ সাল থেকে তিনি ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি-র সদস্য ছিলেন। মণিপুর সরকারে তিনি বন, পরিবেশ, আবহাওয়া পরিবর্তন এবং আইন ও ন্যায়বিচার দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও সহ মন্ত্রিসভার সব সদস্য, বিধায়ক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা শোক প্রকাশ করেছেন। সিএম চ্যাঙের মৃত্যুতে তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র নকসেন সহ মণিপুর জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

করোনার আবহে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুর্গাপুজো নিয়ে প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : করোনার আবহে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুর্গাপুজো নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

রাজ্যে করোনা মহামারি প্রভাব ফেলতেই হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে করোনা আক্রান্ত মানুষ এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সঙ্গে রয়েছেন অন্যান্য নন কোভিড রোগীরাও। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতাল চত্বরে দুর্গাপুজোর অনুমতি কীভাবে দেওয়া হলো সে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে করা এক রিপোর্টে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই হাসপাতালে কর্তব্যরত ৭০০ জন জুনিয়র চিকিৎসককে নিয়ে সমীক্ষা চালায় চিকিৎসকদের এক সংগঠন। তার রিপোর্ট দেখে রীতিমতো আতঙ্কে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কারণ, রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ওই সমীক্ষায় অংশ নেওয়া জুনিয়র চিকিৎসকদের ৩০ শতাংশ করোনা আক্রান্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপসর্গহীন থাকার জেরে, তাঁরা জানতেও পারছেন না। ফলে, তাঁরা রোগী পরিষেবার কাজ সামলাচ্ছেন। সংক্রমণ অন্যের শরীরে ছড়াচ্ছে। বিপদ বাড়ছে।

চিকিৎসকদের একাংশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দুর্গাপুজোতে বিধিনিষেধ আরোপের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, অবাধ উৎসব হলে রাজ্যে করোনা মহামারি কয়েক গুণ বাড়বে। তাই প্রশাসনিক নজরদারি জরুরি। প্রশ্ন উঠেছে, এই পরিস্থিতিতে খোদ হাসপাতালে দুর্গাপুজো কীভাবে সম্ভব?

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কীভাবে এরকম আবেদন করতে পারেন, সে নিয়ে ও প্রশ্ন উঠছে। খোদ স্বাস্থ্য কর্মীরা এতটা অসচেতন হলে এই মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই কীভাবে সম্ভব? এই নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের তরফে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীদের একাংশের দাবিতেই কর্তৃপক্ষ এই অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। কয়েক সপ্তাহের টানাপড়েনের পরে কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

ভিন রাজ্য থেকে গাড়ি ঢুকেছে তাই সংক্রমণ বাড়ছে : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে সোমবার জাগো বাংলার শারদ সংখ্যার উদ্বোধনে নজরুল মঞ্চে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই করোনা সংক্রমণ নিয়ে "ভিন রাজ্য থেকে গাড়ি ঢুকেছে তাই সংক্রমণ বাড়ছে" বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ভিন রাজ্য থেকে গাড়ি ঢুকেছে, বিমান স্পেশাল ট্রেন চলছে তাই সংক্রমণ বাড়ছে"।

এর পরেই দুর্গা পুজোর প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পুজো উপভোগ করুন তবে মাস্ক পড়ে মণ্ডপে যাবেন। প্রয়োজনে গ্লাভস পড়ুন। এবার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হবে তাই দশমীতেও নিজেরা সতর্ক থাকবেন। উৎসবে শামিল হন কিন্তু সাবধানে। ৮ মাস ধরে দুর্বিষহ অবস্থা। বাড়িতে থাকতে থাকতে অনেকেই ডিপ্রেশনে। করোনায় সবার দুর্বিষহ অবস্থা"।

একে-৪৭ ও পিস্তল

পাচের পাতার পর

জাহিরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একে ৪৭ রাইফেলের ১৬টি সক্রিয় গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে বছর ৪৫-এর জহিরুল ইসলামকে। এসপি আনন্দ মিশ্র জানিয়েছেন, ধুবড়িতে তার একটি মোবাইলের দোকান আছে। দোকানে একে সিরিজের গুলি রাখাতে কোনও লাইসেন্স সে দেখাতে পারেনি। তাই তার বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্ট ও বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোনও মৌলবাদী চক্রের সঙ্গে জাহিরুলের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা তার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান পুলিশ সুপার।

দোষীদের বাঁচাতে সচেষ্ট সরকার, হাথরাস কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডের পর দেশে নারীদের নিরাপত্তা নেই বলে দাবি করে আসছে কংগ্রেস।নিজেদের দাবির স্বপক্ষে সামাজিক গণমাধ্যমে স্পিকআপ ফর ওম্যান সেফটি নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি। এই অভিযানের দলীয় নেতারা ছাড়াও সাধারণ মানুষদেরও বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

এই অভিযান সম্পর্কে বলতে গিয়ে দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, হাথরাসের মত গণধর্ষণ কাণ্ডে প্রশাসনের গাফিলতিতে ভরা আচরণের পর সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করাটা জরুরী। মহিলাদের ওপর বেড়ে চলা অত্যাচার রোধে সরকারকে সদর্থক এবং কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।ধর্ষণকাণ্ডে নিগৃহীতার পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য সরকারের।কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার দোষীদের বাঁচাতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। স্পিকআপ ফর ওম্যান সেফটি সামাজিক মাধ্যমে অভিযান সম্পর্কে এক ভিডিও বার্তায় রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে সরকার যে মনোভাব দেখিয়েছে তা অমানবিক এবং অনৈতিক। নিগৃহীতা পাশে না দাঁড়িয়ে দোষীদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে সরকার। আসুন দেশজুড়ে মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলি। কংগ্রেসের তরফ থেকে যখন নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা হচ্ছিল তাতেও বাধা দিয়েছে সরকার। দোষীদের জেলেনা পাঠিয়ে ক্রমাগত তাদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। সরকারের উচিত নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্য পালন করে যাওয়া।

প্রকাশ্য দিবালোকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : প্রকাশ্য দিবালোকে এক ব্যক্তির টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালানোর সময় এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে পাকড়াও করল ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম শহরের কলেজ মোড় এলাকায়। ভরদুপুরে শহরের মাঝ থেকে টাকা ছিনতায়ের ঘটনা ঘটার পরেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে এদিন ঝাড়গ্রাম ব্লকের নেদাবহড়া অঞ্চলের কাজলা গ্রামের চুনারাম মান্ডি ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন ওই ব্যক্তি শহরের স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকা তুলেছিলেন। টাকা তুলে নিয়ে তিনি সেই টাকা থেকে কিছু টাকা খরচ করেছিলেন।এরপর একটি অটোতে করে তিনি ফিরছিলেন।কলেজ মোড়ে সিগন্যাল রেড হলে গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।সেই সময় সাইকেল করে এক যুবক এসে ওই ব্যক্তির হাত থেকে টাকার ব্যাগটি কেড়ে নেয়।টাকার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে ওই যুবক পালাতে থাকে।সেই সময় ট্রাফিক সিগন্যালে কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীরা ছেলেটিকে ধাওয়া করে।ছেলেটি ভয়ে সাইকেল এবং টাকার ব্যাগ ফেলে দিয়ে ছুটতে থাকে।ট্রাফিক কর্মীরা টাকার ব্যাগটি সাইকেলটি উদ্ধার করে।এবং অভিযুক্ত ওই যুবকে ধওয়া করে শহরের সেটেলমেন্ট মোড়ের কাছে ধরে ফেলে।এরপর ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ছেলটিকে এবং টাকার ব্যাগ ঝাড়গ্রাম থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম প্রসেনজিৎ পাত্র।বাড়ি শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায়।ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অভিযুক্ত ওই যুবক আগের থেকেই ওই ব্যক্তিকে অনুসরন করছিল।টাকা তোলার পর থেকেই তাকে নজরে রেখেছিল।এদিন ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতার জন্য টাকা ফেরৎ পেলেন ওই ব্যক্তি বলে মনে করা হচ্ছে।

এবার পুজোয় চিকিৎসকদের ছুটি বাতিল করল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি স): ক্যালেন্ডার বলছে পুজোর দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। শহরজুড়ে ইতিমধ্যেই পুজো পুজোর রব। প্যান্ডেল গুলোতে জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। কিন্তু এবার পুজোয় ছুটি বাতিল চিকিৎসকদের এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করলেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মুখ্য সচিব জানান, স্বাস্থ্যকর্তা থেকে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী কারও কোনও ছুটি নেই এবার পুজোয়। পুজোর দিনগুলোয় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে বলা হয়। পুজোর কটা দিন ছুটি বাতিল ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের।

বিজেপিকে অতিমারি বলে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১২ অক্টোবর (হি স): মাঝে একটা মাত্র সপ্তাহ তারপরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো। আর তাই তার আগেই সোমবার জাগো বাংলার শারদ সংখ্যার উদ্বোধনে নজরুল মঞ্চে যান মুখ্যমন্ত্রী। আর সেখান থেকেই "বিজেপি থেকে বড় অতিমারি আগে দেখেনি" বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আমরা আজে বাজে কথা বলি না। বাংলায় রাজনীতি করতে গেলে সংস্কৃতি বুঝতে হয়। বাংলার সংস্কৃতি বোঝেনা বিজেপি। বিজেপি থেকে বড় অতিমারি আগে দেখেনি। সবাই মরলেও বিজেপির কিছু আসে না। বিজেপি অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছে। আমাদের জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজো। আমাদের এটা কিভাবে ভুলে যাবো ? তাই বাংলায় পুজো হচ্ছে"।

আজ আন্তর্জাতিক বিপর্যয় প্রশমন দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। আগামীকাল আন্তর্জাতিক বিপর্যয় প্রশমন দিবস বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যেও উদযাপিত হবে। এই উপলক্ষে রাজস্ব দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক ভার্চুয়াল শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে মহাকরণে। শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকগণ উপস্থিত থাকবেন। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক বিপর্যয় প্রশমন দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমা পর্যায়েও বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

রহস্য

● **প্রথম পাতার পর**

কারণ, একই গুদামে বার বার বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাতে নেশা সামগ্রী পাচারকারীরা সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা ভুল হবে না।

অপহৃত ৭ জন ভারতীয় নাগরিক মুক্ত

ত্রিপোলি, ১২ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে মুক্তির-স্বস্তি। মুক্তি পেলেন লিবিয়ায় অপহৃত ৭ জন ভারতীয় নাগরিক। লিবিয়ায় ভারতের কোনও দূতাবাস নেই, এই ৭ জন ভারতীয় নাগরিককে মুক্তির বিষয়ে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা করেছে তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় মিশন। মুক্তি পাওয়া এই ৭ জন ভারতী নাগরিক অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। চলতি বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর লিবিয়ার আসওয়েরিফ থেকে অপহরণ করা হয়েছিল ৭ জন ভারতীয় নাগরিককে। এই ৭ জন ভারতীয় নাগরিককে মুক্তির বিষয়ে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা করেছে তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় মিশন। অবশেষে তাঁরা মুক্তি পেলেন। তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পুনীত রায় কুন্দল জানিয়েছেন, লিবিয়ায় অপহৃত ৭ জন ভারতীয় নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে

আটক

● **প্রথম পাতার পর**

গত কয়েকদিন আগে জয়পুর সীমান্ত এলাকা থেকেও দুই কক্ষ ভাঙচুর আটক করতে সক্ষম হয়েছিল পশ্চিম থানার পুলিশ। এ নিয়ে গত কয়েকদিনে আগরতলা শহর এলাকা থেকে ৩ বাইক চোরকে আটক করা সম্ভব হয়েছে।তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরো কয়েকজনকে শীঘ্রই জ্বালা তুলতে সক্ষম হবে পুলিশ বলে জানিয়েছে পূর্ব থানার পুলিশ।উল্লেখ্য গত কিছুদিন ধরেই রাজধানী আগরতলা শহর এবং শহরতলী এলাকায় বাইক চুরির হিড়িক পড়েছে। এর ফলে পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে।

গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**

চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের।এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে পরিবারের তরফ থেকে কৈলাশহর থানায় হত্যা সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ঘটনার পর থেকেই পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করে। এতদিন ধরে অভিযুক্তরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি ল। পুলিশ এখনো পর্যন্ত কয়েকজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। অভিযুক্ত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে আজ সকালে আটক হত্যাকারীকে আদালতে সোপর্দ করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ।অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে।

১০৩২৩

● **প্রথম পাতার পর**

চাকরিতে নিযুক্ত করার জন্য। চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে দাস বলেন সম্প্রতি রাজ্য সরকার তাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যা দু-এক মাসের মধ্যেই মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাদের বিশ্বাস রয়েছে। তারা আশা করছেন শীঘ্রই তাদের চাকুরীতে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।তাদেরকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমার

● **প্রথম পাতার পর**

করে বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর চাইতে একা কেউ নন। আমার চাইতে একাকীত্বের জীবন এই ত্রিপুরায় কোন ব্যক্তির নেই। কারণ, আমি আড্ডা দিতে পারি না। যখনই কোনও কথা বলি, মুখ থেকে কিছু বেরিয়ে গেলেই তা সরকারি ঘোষণা হয়ে যায়, আবারও তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর। তিনি কৌতুক করে বলেন, এমনিতে মনে হয় আমাদের ছেলে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছে, অনেক আরামে রয়েছে। তখনই তাঁর গলায় আবেগের সুর ভেসে উঠে। আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি বলেন, বাড়ি-গাড়ি, নিরাপত্তা রক্ষী সবই রয়েছে আমার। কিন্তু, আমার থেকে একা এই ত্রিপুরায় কেউ নন। তবুও রাতে ঘুম আসে। যখন মানুষের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পাই।

মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন, মানুষের সমর্থন স্বপ্নের মধ্যে আসে। তাতে আরও কাজ করার শক্তি পাই। তাই, যে দায়িত্ব কাঁধে তুলে দিয়েছেন, সারা জীবন পালন করব। সকলের জন্য কাজ করে যাব।

শাশুড়ি

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি সামাজিক এক ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।আমতলী থানা এলাকার অশ্বিনী মার্কেটের বিদ্যাসাগর পল্লীতে সরকার নামে ওই শাশুড়ির আত্মঘাতী হওয়ার বিষয়টিও এ ধরনের ঘটনার নজির। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত গ্রামের পুলিশকে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এই ঘটনার পরও যদি পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে তাহলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আরো অসহায় হয়ে পড়বেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আরও প্রমাণিত হয়েছে সমাজে শুধুমাত্র গৃহবধূরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে না শ্বশুর-শাশুড়ির নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে জরুরী ভিত্তিতে বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তার প্রদীপ ভৌমিককে। কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানে ধাপে ধাপে চিকিৎসা প্রদানের পর সুস্থ হয়ে ওঠেন ডাক্তার প্রদীপ ভৌমিক। সোমবার সুস্থ হয়ে অবশেষে রাজ্যের ফিরে এলেন তিনি। তবে এর আগে তিনি কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় এয়ার এম্বুলেন্স নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সীমান্তে

● **প্রথম পাতার পর**

টানেল। বিশ্বের নির্মাণ শিল্পের ইতিহাসে অন্যতম অসাধারণ এবং উৎকৃষ্ট নির্মাণ হচ্ছে অটল টানেল। এই টানেলের মাধ্যমে দেশকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের জনজীবন কেউ আরো উন্নততর করে তুলবে। দেশের দুর্গম সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে টানেল এবং অন্যান্য সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা সরকারের দূরদর্শিতার চিহ্ন বহন করে চলেছে।

শুরু

● **প্রথম পাতার পর**

নিজ থানায় ডাকা হচ্ছে। এইদিন পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকার আবেদনকারিদের পশ্চিম আগরতলা থানায় ডাকা হয়। সেখানে তাদের শারীরিক গঠনের মাপ পরীক্ষা করা হয়। পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রার্থীদের শারীরিক গঠনের মাপ পরীক্ষা করা হয় এইদিন। এই বিষয়ে জানান পশ্চিম আগরতলা থানার অসি জয়ন্ত কর্মকার।

প্রয়াত জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার কার্লটন চ্যাপম্যান

বেঙ্গালুরু, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই থেমে গেল ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার কার্লটন চ্যাপম্যানের দৌড়। সোমবার ভোরে কর্নাটকে নিজের বাড়িতেই কোমরে ও বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে। সেখানেই ভোর পাঁচটা নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। এদিনই বেঙ্গালুরুতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানানো হয়েছে পরিবারের তরফে।

জানা গিয়েছে, ৮০-র দশকের মাঝামাঝেই বেঙ্গালুরুর সাই সেন্টারে নিজের ফুটবল কেরিয়ার শুরু করেন কার্লটন। মূলত অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের ভূমিকায় খেলতেন তিনি। তারপরে বেঙ্গালুরুর একটি ক্লাব সাউদার্ন ব্লুজের হয়েও খেলেছেন তিনি। ১৯৯০ সালে টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন কার্লটন। টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে ১৯৯৩ সালে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সই করেন কার্লটন। প্রথম মরসুমেই এশিয়ান কাপ উইনার্স কাপে ইরাকের ক্লাব আল-জাওরার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে ৬-২ ব্যবধানে জিতে নেয় ইস্টবেঙ্গল। যদিও লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ২ বছর খেলার পরে জেসিটিতে চলে যান তিনি। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত টানা ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ভারতের অধিনায়কও হয়েছিলেন তিনি। ২০০১ সালের পর ফুটবল থেকে অবসর নেন চ্যাপম্যান। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরে কোচের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমির দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তাছাড়া রয়্যাল ওয়াহিংডো, ভবানীপুর ক্লাবের দায়িত্বও সামলেছেন চ্যাপম্যান। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে ভারতের ফুটবল মহলে।

ক্রীড়াঙ্গন

মেসির উদ্যম ছড়িয়ে পড়েছে বার্সেলোনায়

স্থগিত থাকা লা লিগা পুনরায় শুরুর অপেক্ষায়। মাঠে ফিরতে মরিয়া লিওনেল মেসি ঘাম ঝরাচ্ছেন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে। জর্দি আলবা জানালেন মেসির উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দলের মধ্যে।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চের মাঝামাঝি থেকে স্থগিত ছিল লা লিগা। আগামী ১১ জুন সেভিয়া ও রিয়াল বেতিসের ম্যাচ দিয়ে পুনরায় শুরু হবে স্পেনের শীর্ষ লিগটি।

২৭ রাউন্ড শেষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে লিগের শীর্ষে রয়েছে বার্সেলোনা। পুনরায় শুরু হওয়া লিগে আগামী ১৩ জুন নিজেদের প্রথম ম্যাচে রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে খেলবে কিকে সেতিয়েনের দল।

ফের মাঠে নামার প্রস্তুতিতে দলকে অধিনায়ক মেসি দারুণভাবে উজ্জীবিত করছেন বলে টিভিই-কে জানান আলবা।

"সে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় এবং সবসময় তাকে পাওয়াটা আমরা উপভোগ করি। দেখছি সে উদ্যম নিয়ে ফিরেছে এবং তা বাকি দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।"

চলতি লা লিগায় ১৯ গোল নিয়ে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন মেসি। ছয়বারের বর্ষসেরা এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের পরে আছে রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা (১৪ গোল)।

পুনরায় শুরু হওয়া লিগে বার্সেলোনা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বলেও আশাবাদ জানান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবা।

"আমি বলব, আমাদের খেলোয়াড়রা মানসিক ও শারীরিকভাবে আসলেই ভালোভাবে ফিরেছে। এমনকি আগের চেয়ে আরও বেশি ভালোভাবে ফিরেছে।"

কোভিড-১৯ যখন অ্যান্ডারসনের আশীর্বাদ

সাম্প্রতিক সময়ে চোট খুব ভোগাচ্ছিল জেমস অ্যান্ডারসনকে। বয়সও কম হয়নি। তবে এখনই ক্রিকেট ছাড়ার ইচ্ছে তার নেই। করোনাভাইরাসের কারণে পাওয়া লম্বা বিরতি তাই একরকম আশীর্বাদ হয়ে এসেছে টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসারের জন্য। শারীরিক ও মানসিকভাবে চাঙা ইংলিশ পেস কিংবদন্তি বলছেন, এই বিশ্রাম তার ক্যারিয়ারকে দীর্ঘায়িত করবে আরও।

আগামী মাসেই ৩৮ পূর্ণ করবেন অ্যান্ডারসন। এই বয়সের বেশ আগেই অবসরে চলে যান বেশির ভাগ পেসার। কিন্তু অ্যান্ডারসন নিজের শেষ দেখছেন না সহসাই। ৫৮৪ টেস্ট উইকেট শিকারি পেসার আরও অনেক দিন চালিয়ে যেতে চান তার অভিযান।

লম্বা বিরতির পর অন্য সতীর্থদের সঙ্গে অ্যান্ডারসনও ফিরেছেন অনুশীলনে। তার বিশ্বাস, টেস্ট ক্যারিয়ারকে এখন লম্বা করতে পারবেন আরও।

" আমার টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষ দিকে বাড়তি আরও দু-এক বছর যোগ করবে এই বিরতি। অনুশীলনে ফিরতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। যদিও নেটে খুব বেশি মানুষকে না পাওয়া একটু অদ্ভুত। তার পরও মাঠে ফিরতে পারা, ক্রিকেট খেলতে পারা দারুণ ব্যাপার।"

এই মৌসুমে দর্শকশূন্য মাঠে আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে ইংল্যান্ডের বোর্ড। অ্যান্ডারসনের সতীর্থ ফাস্ট বোলার জফ্রা আর্চার বলেছেন, মাঠে দর্শকের কৃত্রিম আওয়াজের ব্যবস্থা রাখতে। অন্যান্য খেলায় এটির ব্যবহার শুরু হয়েছে এর মধ্যেও। অ্যান্ডারসনও মনে করেন, কৃত্রিম আওয়াজ হতে পারে ভালো বিকল্প।

'কপাল ভালো ইকার্দি আরও ১৫ বছর ইন্টারে থাকেনি'

ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি আয় থাকতে ডিফেন্ডারদের খুব ভুগিয়েছিলেন মাউরো ইকার্দি। আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ড ইন্টার মিলান ছেড়ে পাকাপাকিভাবে যোগ দিয়েছেন ফ্রান্সের দল পিএসজিতে। এতে কতটা স্বস্তি পেয়েছেন, সে কথা জানিয়েছেন ইউভেন্তুস অধিনায়ক জর্জো কিয়েল্লিনি।

সেরি আতে ইকার্দির সময়টা কেটেছে দুর্দান্ত। ইতালির শীর্ষ লিগে তিনি খেলার সময়টায় তার চেয়ে বেশি গোল করতে পারেননি আর কেউ। ইতালিতে প্রতিপক্ষের জন্য ইকার্দি কতটা ভয়ঙ্কর ছিলেন, সেটি বোঝাতে ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ইউভেন্তুস 'ভাগ্যবান' যে ইকার্দি আরও ১৫ বছর ইন্টারে থাকেননি!

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইন্টার ছাড়েন ইকার্দি। ধারে খেলতে যান পিএসজিতে। সে সময় বলেছিলেন, তিনি আর কখনও ইন্টারের হয়ে খেলবেন না। তার জায়গায় ইন্টার দলে ভেড়ায় রোমেলু লুকাকুকে। ইকার্দির জার্সি নম্বর দেওয়া হয় বেলজিয়ান স্ট্রাইকারকে।

ইন্টারে যেখানে শেষ করেছিলেন, ইকার্দি সেখান থেকেই শুরু করেন পিএসজিতে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মাঝপথে মৌসুম বাতিল হওয়ার আগে লিগ ওয়ানের ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৩১ ম্যাচে করেন ২০ গোল। জেতেন ফরাসি লিগের শিরোপা।

ইকার্দি ইতালিতে পা রেখেছিলেন সাম্পদোরিয়ার হয়ে। প্রাথমিকভাবে বার্সেলোনা থেকে ধারে এসেছিলেন। পরে চুক্তি করেন পাকাপাকিভাবে। ২০১১-১২ মৌসুমে সাম্পদোরিয়ার যুব দলের হয়ে ২৩ ম্যাচে করেন ১৯ গোল।

দলটির হয়ে পরের মৌসুমে সুযোগ পান সেরি আতে। ইতালির শীর্ষ লিগে নিজের প্রথম মৌসুমে ৩১ ম্যাচে করেন ১০ গোল। ২০১৪-১৫ মৌসুম শুরুর আগে ১ কোটি ৩০ লাখ ইউরোয় যোগ দেন ইন্টারে।

এই দলটির হয়ে ২১৯ ম্যাচে ইকার্দি করেছেন ১২৪ গোল। সাম্পদোরিয়া ও ইন্টারের হয়ে সেরি আতে তার গোল ১২১টি। ইতালির শীর্ষ লিগে তার কাটানো সাত মৌসুমে (২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯) যা অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি।

এই সময়ে নাপোলি, ইউভেন্তুস ও এসি মিলানের হয়ে ১১৭ গোল করে ইকার্দির পরে আছেন আরেক আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার গনসালো হিগুয়াইন। আর কারও গোল সংখ্যা তিন অঙ্কে পৌঁছায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলতে চান ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী পেসার

ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দরজা আপাতত বন্ধ লিয়াম প্লাঙ্কেটের জন্য। তাই ভাবতে হচ্ছে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ইংলিশ পেসার।

গত বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ড দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন প্লাঙ্কেট। দেশের মাটিতে হওয়া বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে আছেন তিনি। বিশ্বকাপের পরই বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়েন। কিছুদিন আগে ঘোষিত ইংল্যান্ডের ৫৫ সদস্যের ট্রেনিং ক্যাম্পের দলেও রাখা হয়নি ৩৫ বছর বয়সী এই পেসারকে।

প্লাঙ্কেটের স্ত্রী আমেরিকান। সেকারণেই মূলত যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার আশা দেখছেন বলে বিবিসি রেডিও ৫-কে জানান তিনি।

"সেখানে (যুক্তরাষ্ট্র) ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা হবে দারুণ কিছু। আমার সন্তানরাও সম্ভবত আমেরিকান হবে, তাই তাদের এটি বলাটা দারুণ হবে যে আমি ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলেছি।"

গত বছর ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্য সেখানে তিন বছর বসবাস করতে হবে প্লাঙ্কেটকে। সেটির জন্য তিনি প্রস্তুত বলেই ইঙ্গিত পাওয়া গেল তার কথায়।"আমি ইংলিশ এবং সবসময় ইংলিশম্যান থাকব। কিন্তু আমি এখনও ফিট এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সুযোগ আমার সামনে আছে। তাহলে কেন আমি তা গ্রহণ করব না?"

"আমি যদি সেখানে যাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেয়ে যাই কিংবা গ্রিন কার্ড পাই, তাহলে আমি অন্তত (সেখানকার ক্রিকেটের) উন্নতিতে সহায়তা করতে পারব, বিশেষ করে যখন আমি সদ্য ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা শেষ করেছি।"

তিন সপ্তাহে তিন টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড-উইন্ডিজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সূচি চূড়ান্ত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। অপেক্ষা এখন সরকারের অনুমোদনের, যেটিকে বলা যেতে পারে কেবল আনুষ্ঠানিকতা। পরিকল্পনামতো সবকিছু এগোলে, করোনাভাইরাস বিরতির পর এই সিরিজ দিয়েই মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

সূচি অনুযায়ী ২১ দিনের মধ্যে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে দুই দল। আগামী ৮ জুলাই সাউথ্যাম্পটনে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। পরের দুই ম্যাচ হবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে, ১৬ জুলাই ও ২৪ জুলাই থেকে। সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইংল্যান্ড পৌঁছার কথা ৯ জুন। শুরুতে ক্যারিবিয়ানরা থাকবেন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। সেখানে দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকার পর এক সপ্তাহ অনুশীলন করবেন তারা। এরপর প্রথম টেস্ট খেলতে যাবেন তারা সাউথ্যাম্পটনে।

ইসিবি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, টেস্ট সিরিজের ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয়েছে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, মেডিকেল স্ক্রিনিং, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার সুবিধাসহ পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিবেচনায়।

ইসিবির স্পেশাল অপারেশনস ডিরেক্টর স্টিভ এলওয়ার্দি বলেছেন, ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে এখন তারা অপেক্ষা করছেন চূড়ান্ত ধাপের জন্য।

"সরকার ও আমাদের চিকিৎসক দলের সঙ্গে আমরা নিয়মিত আলোচনা করছি। এগুলো আমাদের প্রস্তাবিত তারিখ এবং তা নির্ভর করছে সরকারের অনুমোদনের ওপর।"

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত এই সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল মূলত ৪ জুন থেকে। ভেন্যু ছিল দা ওভাল, এজবাস্টন ও লর্ডস। কিন্তু করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তা স্থগিত হয়ে যায়।

পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের সূচি পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছে ইসিবি।

স্যানচো হতে পারে 'ম্যানইউর রোনালদো'

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো চলে যাওয়ার পর হারানো রঙ এখনও ফিরে পায়নি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে জেডন স্যানচোকে দেখার পর থেকে নতুন করে আশা দেখছেন ওয়েস ব্রাউন। ইউনাইটেডের সাবেক এই ডিফেন্ডারের মনে হচ্ছে স্যানচোকে দলে ভেড়াতে পারলে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরবে হারানো সুদিন।

স্যানচো বর্তমানে আলো ছড়াচ্ছেন জার্মান বুন্ডেসলিগার দল বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের জার্সিতে। রোববার পাডেরবর্নের বিপক্ষে দলের ৬-১ গোলে জেতা ম্যাচে হ্যাটট্রিক উপহার দেন তরুণ এই মিডফিল্ডার।

গুঞ্জন আছে ২০ বছর বয়সী স্যানচোকে দলে নিতে আগ্রহী ইউনাইটেড। এই গুঞ্জন সত্যি করে তাকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আনার এটাই মোক্ষম সময় বলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টিভিকে বলেছেন ব্রাউন।

"সে মেধাবী এবং শিহরণ জাগানিয়া। এই ক্লাবে আমাদের ঠিক তার মতো একজনই দরকার। এমন খেলোয়াড় আমাদের বিগত বছরগুলোতে ছিল এবং আমি নিশ্চিত যদি আমরা তার সঙ্গে চুক্তি করতে পারি, তাহলে সে ক্লাবে আগের উন্মাদনা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এটা দলের জন্য ভালো হবে।"

"অতীতে আমাদের এরকম খেলোয়াড় ছিল.ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মতো। এরা সেই মাপের খেলোয়াড়, যারা তিন-চার ডিফেন্ডারকে ছিটকে দেয় এবং অন্য সতীর্থদের জন্য ম্যাচটা সহজ করে দেয়।"

২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ছিলেন রোনালদো। দলকে দিয়েছেন মুঠোভরে। পেয়েছেন নিজেও। রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমানোর আগে ইউনাইটেডের হয়ে তিনটি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি লিগ কাপ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপাসহ আরও অনেক শিরোপা জিতেছিলেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

পরের মৌসুমে বার্সেলোনাতেই থাকছেন মেসি

চুক্তিতে অদ্ভুত একটা শর্ত আছে, মৌসুম শেষে ইচ্ছে হলেই বার্সেলোনা ছাড়তে পারেন লিওনেল মেসি। তবে তা করতে দলকে জানাতে হবে ১ জুনের আগে। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড অবশ্য এমন কিছু করেননি। এতে নিশ্চিত হয়ে গেছে, পরের মৌসুমে থাকছেন বার্সেলোনাতেই।

কাতালান দলটির সঙ্গে ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। রেকর্ড ছয় বারের বর্ষসেরা ফুটবলারকে রাখতে তাই অদূর ভবিষ্যতে নতুন চুক্তি করতে হবে বার্সেলোনাকে।

বার্সেলোনা সব সময়ই নিশ্চিত, মেসি কখনই এই শর্ত কার্যকর করবেন না। তারকা এই ফুটবলারের সঙ্গে নতুন চুক্তির ব্যাপারেও আশাবাদী ক্লাবটি।

ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে শামিল লিভারপুল

অ্যানফিল্ডে মাঠের মাঝবৃত্তে লিভারপুল দলের সবাই। ভার্জিল ভন ডাইক, জেমস মিলনার, অ্যান্ড্রু রবার্টসনরা বসে আছেন হাঁটু গেড়ে। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইংলিশ ক্লাবটির ফুটবলাররা।নিজেদের মাঠে সোমবার লিভারপুলের অনুশীলনের সময়ের দৃশ্য এটি। যেখানে ছিলেন দলটির ২৯ জন খেলোয়াড়। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই ছবি পোস্ট করে লিভারপুল লিখেছে, 'একতাই বল।' মিলনার, ভন ডাইকসহ দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ও ছবিটি টুইটারে দিয়েছেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাইকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও পল পগবাও। পুলিশ হেফাজতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের আগুন। সেই উত্তাপ স্পর্শ করেছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকেও। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্রীড়াবিদ তো বটেই, জার্মান বুন্ডেসলিগায়ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। বিশ্বের নানা খেলার আরও অনেক ক্রীড়াবিদও প্রতিবাদ করে চলেছেন নিজেদের জায়গা থেকে।

ভুলতে চলা জয়ের স্বাদ জার্মানির

উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে গত রাতে ইউক্রেনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। সে তো হারাবেই, ইউক্রেনের চেয়ে শক্তির বিচারে জার্মানিই তো এগিয়ে। তবু এ জয়টা জার্মানির জন্য বিশেষ কিছু। নেশনস লিগে ম্যাচ জিততে কেমন লাগে, অবশেষে তা বুঝতে পেরেছে তারা!

অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। উয়েফা নেশনস লিগের ইতিহাসে এর আগে কখনো জেতেনি ২০১৪ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। প্রথম আসরে নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সের বিপক্ষে চার ম্যাচ খেলে দুটি করে হার ও ড্র জুটেছিল কপালে। এবার স্পেন ও সুইজারল্যান্ড দুই দলের সঙ্গেই ড্র করেছিল ইওয়াখিম লুভের দল। কিন্তু এবার ইউক্রেনের কপালে জার্মানির কাছ থেকে পয়েন্ট নেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। কিয়েভে ইউক্রেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে এসেছে জার্মানরা। ডিফেন্ডার ম্যাথিয়াস জিন্টারের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর জার্মানির হয়ে ব্যবধান বাড়ান বায়ার্নের তারকা মিডফিল্ডার লিওন গোরেৎস্কা।ইউক্রেনের হয়ে সান্ত্বনাসূচক গোলটা আতালান্তার মিডফিল্ডার রুসলান মালিনভস্কির।

২৭ মিনিটে আরেকটা সুযোগ পান ইউলিয়ান ড্রাক্সলার। তবে দূর থেকে মারা দুর্বল সে শট আটকে দেন দিনামো কিয়েভের গোলরক্ষক হিওর্হি বুশচান। ৩১ মিনিটে এবার দূরপাল্লার শট নেন কিমিখ। সে শটটাও দারুণ রিফ্লেক্সে গোল হওয়ার হাত থেকে বাঁচান ইউক্রেনের গোলরক্ষক। ৩৪ মিনিটে জিন্টারের নিখুঁত এক ক্রস খুঁজে নেয় ডিবক্সে থাকা নাবরিকে। নাবরির হেড অবিশ্বাস্যভাবে আটকে দেন বুশচান।

তবে বুশচানের এই 'বীরত্ব' নিষ্ফল হয়ে যায় দ্বিতীয়ার্ধে। ডান প্রান্ত থেকে ক্লস্টারম্যানের এক ক্রস ধরতে গিয়ে গড়বড় করে বসেন এই গোলরক্ষক। বল চলে যায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গোরেৎস্কার মাথায়। সেখান থেকে হেড করে ব্যবধান বাড়ান বায়ার্ন মিউনিখের এই মিডফিল্ডার। ৭৫ মিনিটে বেলজিয়ান ক্লাব জেন্টের স্ট্রাইকার রোমান ইয়ারেমচুককে ডি-বক্সের মধ্যে ফেলে দেন ডিফেন্ডার নিকলাস সুলা, সেখান থেকে পেনাল্টি পায় ইউক্রেন। গোল করে ব্যবধান কমান আতালান্তার মিডফিল্ডার মালিনভস্কি। ৮২ মিনিটে নাবরি আরেকটা সুযোগ পেলেও বুশচানের কারণে ব্যবধান বাড়াতে পারেননি। জয় নিয়ে লিগ 'এ'—এর গ্রুপ চারে জার্মানদের অবস্থান স্পেনের পরে, দ্বিতীয়। পরবর্তী ম্যাচে তাঁদের প্রতিপক্ষ সুইজারল্যান্ড।

রিয়ালের নজর '১১ ফাইনালে'

শিরোপা জিততে হলে টপকাতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে। লা লিগা মৌসুমে নিজেদের বাকি ম্যাচগুলোর প্রতিটিকে তাই ফাইনালের সঙ্গে তুলনা করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের লুকাস ভাসকেস। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে অনেক নিয়মের ঘেরাটোপে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে আগামী ১১ জুন পুনরায় শুরু হচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে রিয়াল। প্রতিটি ম্যাচ তাই সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটির কাছে মহাগুরুত্বপূর্ণ। রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিগের বাকি ম্যাচগুলো নিয়ে নিজের ভাবনা জানান ২৮ বছর বয়সী ভাসকেস।

"আমাদের ১১টি ফাইনাল বাকি আছে, আমরা এটাকে এভাবেই দেখি। আশা করি লা লিগা জিততে আমরা ১১টি জয় পাব।"

করোনাভাইরাস লকডাউনের পর সোমবার প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ দলীয় অনুশীলন করে রিয়াল।

The Executive Engineer, Machinacal Division (R&B), Agartala, West Tripura Invities e-tender against Press NIet No. 26/EE/PNie/MECH-DIVN/AGT/2020-21 Dated 08.10.2020
For
1. Name of work - Operation and Comprehensive maintance contract for Blue star make BVRF system installed at New Secretatiat Building, Agartala for 02(two) years.
with Estimated cost : Rs. 49.99.848.00 Earnest Money : Rs. 49.998.00 Time of Completion : 02(Two) years.
2. Name of Work :- Comprehensive Annual Maintenance Contract of ductable splits AC machines intalled of Post operative, Dialysis, Pediatrics & Central Libray in AGMC & GBP Hospital, Agartala, West Tripura for 02(two) years With
Estimated Cost : Rs. 7.01.026.00 Earnest Money : Rs. 7.010.00
Time of Completion : 02 (two) Year.
Last Date of bidding for bids : Date 29th day of October, Year 2020 up to 15.00 Hrs.
Bid opening date : Date 29th day of October, Year 2020 at 15.30.00 Hrs
For more detilas kindly visit : https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1812/2020

Executive Engineer
Machanical Division
Agartala Tripura

সন্ধ্যান চাই

Ref. Ranirbazar PS G.B. Entry No. 20 Dated 02/10/2020

পাশের ছবিটি কুমারী বর্ষা দেব চৌধুরী পিতা শ্রী সজল দেব চৌধুরী সাং দেবেন্দ্র নগর থানা রানীরবাজার পশ্চিম ত্রিপুরা বয়স ২০ বছর উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, চুল কালো মুখমন্ডল গোলাকার, গায়ের রং ফর্সা, গত ১/১০/২০২০ ইং তারিখ অনুমানিক সকাল ৮টা ৩০ মিনিট সময় নিজ বাড়ি হয়তে কাউকে না বলে চলে যায়। অনেক খোঁজা খোঁজি করার পর ও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

উপরের মহিলার সম্বন্ধে কাহার ও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা জন্য অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) রানীরবাজার থানা - ০৩৮১ ২৩৯৬৭৮৭

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-645/20

PRESS NIet. No. 20/EE/DWS/DINV/UDP/2020-21
Dated : 05.10.2020

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Goma District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD I TTAADC / MES 1 CPWD / Railway / P&T / Other Stale PWD / Central & State Sector undertaking and registered vehicle owner (for Sl No.9) and also having experience certificate (Not below !he rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy) (for SL No. 11,12) and also trade license (for SL No 10,11,12) & having work shop with 3-Phase connection (for SI No.10) for the following works

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 123/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 20,64,455.00	₹ 20,645.00
2	DNIeT. No. 124/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 18,03,098.00	₹ 18,031.00
3	DNIeT. No. 125/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 23,05,063.00	₹ 23,051.00
4	DNIeT. No. 126/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 19,89,471.00	₹ 19,895.00
5	DNIeT. No. 127/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 19,87,953.00	₹ 19,880.00
6	DNIeT. No. 128/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 24,21,621.00	₹ 24,216.00
7	DNIeT. No. 129/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 24,21,621.00	₹ 24,216.00
8	DNIeT. No. 130/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 24,21,621.00	₹ 24,216.00
9	DNIeT. No. 131/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 7,69,500.00	₹ 7,695.00
10	DNIeT. No.132/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 5,72,777.00	₹ 5,728.00
11	DNIeT. No. 133/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 8,10,831.00	₹ 8,108.00
12	DNIeT. No. 134/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 4,23,042.00	₹ 4,230.00

Last date and time for documen, downloading and bidding : Up to 15 00 i-Irs on 29-10-2020
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 29.10-2020 if possible Details lender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udajpur and office of the Assistant Engineer, DWD Sub-Divisi- No- I/II, UdaipuriKakrabaniKillarRig/Amarpurl KarbookiOrnpi and the website https:// www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-1800/2020-21 (ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer DWS Division
Udaipur Goniati District, Tripura

PNIT NO: 14/ePNIT/EE/RD/D1V/AMP/G/2020-21,
Dated- 08/10/2020.
The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 20/10/2020 for 01 (One) no. Material Procurement Tender. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact- 8787494405. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1808/2020-21 (Er. D. C. Jamatia)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

Ref. No.F.2(1-GAS)-AGMC/S&P/2020-21(SUB-II)
Dated: October 9th 2020.
ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER
On behalf of the Governor of Tripura, the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-tender for "Annual Operation & Comprehensive Annual Maintenance Contract of Medical Gas Manifold System and Medical Gas Pipeline System at the AGMC & GBP Hospital, Agartala" through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in. The tender fee (Non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online Payment facility provided in the Portal, any time before Bid Submission End Date using either or th,, supported Payment modes like Net Banking/Debit Card/Credit Card. Lfit date of bid submission is 15.10.2020 up to 5:00 PM. The related details of the e-Tender can be obtained from the aforesaid website. Corrigendum/Addendum/Cancellation, if any, will be published only on the above website, and shall be deemed integral part of the NIT.
ICA/C-1816/2020-21 (Dr. Debasis Ray)
Medical Superintendent AGMC &
GBP Hospital, Agartala.

জাগরণ 13 October, 2020, Thursday আগরতলা ১৩ অক্টোবর, ২০২০ ইং, ■ ২৬ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বীরচন্দ্র মনুতে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সোমবার বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি-নিজস্ব।

৩৬ শান্তিরবাজার মন্ডল বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠীত শহীদদান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ অক্টোবর।। ১৯৮৮ সালের ১২ অক্টোবর সি পি আই এম এর ঘাতক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন বীরচন্দ্র নগর এলাকার বাসিন্দা দুলাল দেবনাথ। দীর্ঘ বাম আমল চলাকালিন সময় থেকে দীর্ঘ ৩২ বছর শহীদ দুলাল দেবনাথের নাম পর্যন্ত কেউ মুখে আনেনি। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকে যথাযথ মর্যাদার সহিত শহীদ দুলাল দেবনাথের শহীদদান দিবস পালনকরাহচ্ছে। গত বছর এই শহীদদান দিবস ছোট আকারে করাহয়েছে। এইবছর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে এই শহীদদান দিবস পালনর করাহলো। বিজেপি সমর্থীত কর্মীরা নানান কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে উৎসবের মেজাজে আজকের এই শহীদদান দিবস পালন করেন। আজকের এই কর্মসূচীর মধ্যে শহীদ দুলাল দেবনাথের আত্মার সৎগতি কামনার্থে মহিলা মোর্চার উদ্দ্যোগে নাম সংকীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরনের আয়োজনকরাহয়। অপরদিকে তপশীলি জাতি মোর্চার উদ্দ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাহয়। আজকের এই শহীদদান দিবসে বীর শহিদ দুলাল দেবনাথের বেদীতে পুস্প ও মাল্যদান করেন উনার সহধর্মীনি, পরিবারের লোকজন ও ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির সদস্যরা। আজকে এই শহীদদান দিবসে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়, ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার জেলা সহ সভাতিপতি বিভীষন চন্দ্র দাস, টি আই ডি সির চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়, শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপি কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতে গিয়ে শ্যামলাল দেবনাথ জানান ১২ ই অক্টোবর ১৯৮৮ সালে বীরচন্দ্র নগর এলাকায় একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সি পি আই এম এর দুস্কৃতিকারী শ্রীদাম পালের নেতৃত্বে অশান্তির বাতাবরন সৃষ্টিহয়েছে। এই অশান্তির বাতাবরনে বীরচন্দ্র নগরের নিরীহ ব্যাবসায়ী দুলাল দেবনাথ গুলিখেয়ে মৃত্যুরমুখে ডলে পড়ে। তখন এলাকার জনরোষ থেকে রেহাইপাননি শ্রীদাম পাল ও উনার দেহরক্ষীরা। সি পি আই এম দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ লোকজনদের বীভ্রান্তি করে ভূল বার্তা দিয়ে সস্তায় রাজনিতি করার জন্য শ্রীদাম পাল , উনার দেহরক্ষী ও আরো কয়েকজনের নামকরে শহীদ দান দিবস পালন করেযাচ্ছে। কিন্তু উনারা চাইলে ১৩ জনের পাশাপাশি দুলাল দেবনাথের শহীদ দান দিবস পালনকরতে পারতো কিন্তু উনারা তা করেননি। তাই বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দুলাল দেবনাথের শহীদদান দিবস উৎযাপন করাহচ্ছে। তিনি জানান বামেদের শহীদ সুধীর দেবনাথ, ছত্রমনি দের্বমা,নিতাই সরকার, পুস্প মুড়াসিং এর পরিবার সকলে বর্তমানে সি পি আই এম ত্যাগকরে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। অপরদিকে অন্যান্য বছর এইদিনে বীরচন্দ্র নগর এলাকায় সি পি আই এম এর শহীদ বেদীর সামনে শহীদ দান দিবস পালন করাহয়। কিন্তু এই বছর এর বেতিক্রমী চিত্র লক্ষ্যকরাযায়। বর্তমানে সময়ে সি পি আই এম কর্মীরা শহীদদের ভূলে গেছেন বলে তীব্র গুঞ্জন চলছে লোকমনে।

আজকের এইদিনে দারিয়ে শহীদ বেদি পরিষ্কার করার মতো কোনো লোকজন নেই। বেদীটি সম্পূর্ন জঙ্গলে পরিপূর্ন হয়ে রয়েছে। তবেআজকের এই দিনে যাতেকরে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনানাঘটে তার জন্য শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী সমস্তধরনের আয়োজন করেছেন। আজকের এই শহীদদান দিবসকে কেন্দ্র করে বীরচন্দ্র এলাকায় প্রচুর পরিমানে মোতায়েন করাহয়েছে পুলিশ, টি এস আর ও সি আর পি এফ জোওয়ান। জল কামান থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুছিলো আরক্ষা প্রসাশন। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার বেবস্থা করেছেন ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। ওসির অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে দিনে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনাছারাই অনুষ্ঠান সফল হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার পূজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে দুপুর ১২ নাগাদ। এই বৈঠকে ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি জে রেড্ডি, বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা। তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সহ অন্যান্যরা।

সীমান্তে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর ১২ অক্টোবর।। ত্রিপুরা তিন দিকে বাংলাদেশ সীমান্ত এরিয়াকে পাঁচার বাণিজ্যের বাণিজ্য রমরমা মৃগয়া ক্ষেত্র বলে পরিচিত। সীমান্তে প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে সীমান সুরক্ষা বল তা বিএসএফ। আজ বিকালের দিকে সোনামুড়া থানাধীন, ইউএনসি নগর পঞ্চায়েতের মাহিদুর হক নামে এক যুবককে বিএসএফ জওয়ানরা আটক করে। তার কাছ থেকে মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়।

মধুপুরে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ অক্টোবর।। ঘরের বারান্দা থেকে তালা ভেঙ্গে বাইক চুরি ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা মধুপুর থানাধীন সাহাপাড়ায়। গাড়িচালক সৃষ্টি সরকার আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর তার মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ে। একদিকে বাবার কাজের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং তার স্ত্রী অন্তিম কাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এ সুযোগে তাদের বাড়ির বারান্দা থেকে চোরের দল সুযোগ বুঝে বাইকটি চুরি করে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সোমবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আর বাইকটি পায়নি। পরে মধুপুর থানায় লিখিত ভাবে জানানো হয়। মৃতার ছেলে রাজু সরকার জানান স্থানীয় জনগন এতে জড়িত থাকতে পারে।

ভোট আসে ভোট যায় ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ অক্টোবর।। ভোট আসে ভোট যায়, তবু এই এলাকার গিরিবাসিদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটছে না। ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমার নাক্কাছড়া এডিসি ভিলেজের বিশ্বকর্মা পাড়া। জানা যায় কালাঝাড়ি বাজার থেকে বিশ্বকর্মা পাড়া যাওয়ার রাস্তাটি প্রায় এক যুগ ধরে বেহাল অবসায় পড়ে আছে। বর্তমানে এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা পায়ে হাটার অযোগ্য হয়ে আছে। গ্রামবাসীরা বেশ কয়েক বারই মাত্র দুই কিলোমিটার এই

ভারতে ৭১-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ মৃত্যু বেড়ে ১,০৯,১৫০ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.): করোনা-প্রকোপে ভারতে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। আক্রান্তের সংখ্যাও প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭১-লক্ষ ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭১,২০,৫৩৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৬,৭৩২ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৯,১৫০ জন এবং মোট সংক্রমিত ৭১,২০,৫৩৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬১,৪৯,৫৩৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৫৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু-এই পাঁচটি রাজ্যেই সক্রিয় রোগী, মৃত্যু ও সুস্থতার হার বেশি। এই পাঁচটি রাজ্যে পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত ১,০৯,১৫০ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬,২২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ২৪ জন, অসমে ৮১৬ জন, বিহারে ৯৪৬ জনের, চন্ডীগড়ে ১৯১ জন, ছত্তিশগড়ে ১২৫৩ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,৭৬৯ জনের, গোয়া ৫০৭ জন, গুজরাটে ৩,৫৬৬ জনের, হরিয়ানায় ১,৫৭৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২৫০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,৩২২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭৮৭ জনের, কর্ণাটকে ৯,৯৬৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১,০০৩ জন, লাদাখে ৬৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,৬২৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৪০,৩৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৯১ জন, মেঘালয়ে ৬৩ জন, নাগাল্যান্ডে ১৭ জন, ওড়িশায় ১,০২২ জনের, পুদুচেরিতে ৫৬৩ জন, পঞ্জাবে ৩,৮৩৩ জন, রাজস্থানে ১,৬৫০ জনের, সিকিমে ৫৫ জন, তামিলনাড়ুতে ১,০২,৫২ জন, তেলেঙ্গানায় ১,২২৮ জন, ত্রিপুরায় ৩১৬ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭৪৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৬,৩৯৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫,৬২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৩ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৮৬.৩৬ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১২.১০ শতাংশ মানুষ।

৪৪টি সেতু দেশকে উৎসর্গ করলেন রাজনাথ, নেচিফু টানেলেরও শিলান্যাস

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.): বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর দ্বারা নির্মিত ৪৪টি সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙ পর্যন্ত নেচিফু টানেলেরও শিলান্যাস করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর ভূয়সী প্রসংশা করে রাজনাথ সিং বলেছেন, লকডাউনের সময়েও, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে নিরন্তর কাজ করে গিয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন।...প্রতিদিনই বিআরও-র উপলব্ধি ও অর্জন সম্পর্কে শুনছে দেশ। বিআরও কর্মীদের উৎসর্গ, প্রতিশ্রুতি, দূরদর্শীতা এবং ডিজিবিআর-এর দক্ষ নেতৃত্বে সব কিছু সম্ভব হয়েছে।

সোমবার সাতটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর দ্বারা নির্মিত ৪৪টি সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙ পর্যন্ত নেচিফু টানেলের শিলান্যাস করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, বিআরও দ্বারা নির্মিত ৪৪টি সেতুর একসঙ্গে উদ্বোধন এবং অরুণাচল প্রদেশে নেচিফু টানেলের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। একসঙ্গে এতগুলি সেতুর উদ্বোধন এবং টানেলের শিলান্যাস এমনিতেই অনেক বড় রেকর্ড। সাতটি রাজ্য তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তৈরি হওয়া এই সেতুগুলি যোগাযোগ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করবে, এমনটাই আমার আশা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, এই সেতুগুলি নির্মাণের ফলে আমাদের পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সামরিক ও বেসামরিক পরিবহন সহজতর হবে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা বড় সংখ্যায় এমন অচল মোতায়েন হন, যেখানে সারা বছর ধরে ট্রান্সপোর্টের সুবিধা মেলে না। এই সেতুগুলির কোনওটা ছোট কোনওটা আবার বড়, কিন্তু আকার দিয়ে গুরুত্ব বোঝা যাবে না। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর ভূয়সী প্রসংশা করে রাজনাথ সিং বলেছেন, লকডাউনের সময়েও, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে নিরন্তর কাজ করে গিয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন।...প্রতিদিনই বিআরও-র উপলব্ধি ও অর্জন সম্পর্কে শুনছে দেশ। বিআরও কর্মীদের উৎসর্গ, প্রতিশ্রুতি, দূরদর্শীতা এবং ডিজিবিআর-এর দক্ষ নেতৃত্বে সব কিছু সম্ভব হয়েছে।

৮৭ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক রাজন

বেঙ্গালুরু, ১২ অক্টোবর (হি.স.): প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক রাজন। রবিবার রাতে বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন সঙ্গীত পরিচালক রাজন, অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে সঙ্গীত পরিচালকের বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। পরিবার সূত্রের খবর, সুস্থ ছিলেন সঙ্গীত পরিচাল রাজন, শনিবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয়েছিল। এরপর রবিবার রাতে বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রণ হন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান। রাত এগারোটা নাগাদ চিকিৎসকরা জানান, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

সঙ্গীত পরিচালক রাজনের দাদা হলেন নগেন্দ্র। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে প্রয়াত হয়েছিলেন নগেন্দ্র। রাজন বেহালাবাদক ছিলেন এবং তাঁর দাদা ছিলেন জল তারাংয়ে দক্ষ। ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সালের শুরু পর্যন্ত প্রায় ৪০০টি ছবির জন্য গান রচনা করেছিলেন এই দু''জন। কন্নড়, তামিল, তেলেগু, মালায়লাম প্রভৃতি ভাষায় গান রচনা করেছিলেন তাঁরা।

ভারতে ৮.৭৮ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৬.৩৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮.৭৮ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮,৭৮,৭২,০৯৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯.৯৪ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ অক্টোবর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৯৪,৮৫১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৮,৭৮, ৭২,০৯৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছেই। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৭১,২০,৫৩৯) ৮৬.৩৬ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮,৬১, ৮৫৩ (১২.১০ শতাংশ)। তবে, মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,০৯,১৫০-তে পৌঁছেছে।

পাওয়ার গ্রিড-বিভ্রাটে বিদ্যুৎহীন মুম্বই, ব্যাহত শহরতলির ট্রেন পরিষেবা

মুম্বই, ১২ অক্টোবর (হি.স.): গ্রিড-বিভ্রাটের জেরে বিদ্যুত-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। মুম্বইয়ে বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের ঘটনা নজিরবিহীন, কিন্তু সোমবার সকালে বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের সাক্ষী থাকল মায়ানগরী। মুম্বই শহর ছাড়াও শহরতলিতে (থানে, মীরা ভায়ান্দার) এদিন সকালে আচমকাই বিদ্যুৎ চলে যায়। গ্রিড-বিভ্রাটের জেরে ব্যাহত হয়েছে মুম্বই শহরতলির ট্রেন পরিষেবা। ফলে দুর্ভোগে পড়েন জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত রেল যাত্রীরা। সকাল দশটা থেকেই ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস-সহ বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক ট্রেন। ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, গ্রিড-বিভ্রাটের কারণেই মুম্বই শহরতলির ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। বন্ধ হয়ে যায় এটিএম পরিষেবাও।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, টাটার ইন-কামিং বৈদ্যুতিক সরবরাহ (কালভা-পাড়ঘে পাওয়ার হাউস) বিভ্রাটের কারণে মুম্বইয়ে বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। পরিষেবা স্বাভাবিক করার দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। এদিন সকালে মুম্বই সেন্ট্রাল, থানে, যোগেশ্বরী, ওয়াদালা, চেম্বুর, বোরিভালি, দাদর, কান্দিভালি, মীরা রোড, ভান্দুপ সর্বত্রই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। টাটা পাওয়ার গ্রিড বিভ্রাটের কারণেই মুম্বই ও শহরতলিতে বিদ্যুৎ চলে যায়।

বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েন রেল যাত্রীরা। সকাল দশটা থেকেই বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েন যাত্রীরা। অনেকেই রেললাইন ধরে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছে যান। যাঁদের গন্তব্য দুরে তাঁরা নিরুপায় হয়ে ট্রেনেই বসে থাকেন। মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে এটিএমও বন্ধ হয়ে যায়।

কংগ্রেস মুখপাত্র পদ থেকে সরানো হল খুশবুকে, পদত্যাগও নেত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.): সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র মুখপাত্র পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অভিনেত্রী তথা রাজনীতিক খুশবু সুন্দরকে। সময় নষ্ট না-করে খুশবু সুন্দরও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার পর, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে লেখা চিঠিতে খুশবু সুন্দর জানিয়েছেন, ''দলের শীর্ষ পদে বসে থাকা কয়েকজন, যাঁদের বাস্তবের সঙ্গে কোনও যোগই নেই।''

শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগদান করবেন অভিনেত্রী তথা রাজনীতিক খুশবু সুন্দর। রাজনৈতিক মহলে শুরু হওয়া গুঞ্জনের প্রেক্ষিতে, সোমবার সকালেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র মুখপাত্র পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় খুশবু সুন্দরকে। এরপর খুশবুও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ করে, সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি লিখে দলের শীর্ষ পদে থাকা অনেককেই নিশানা করেছেন খুশবু।

দরিদ্রদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রাজমাতা সিন্ধিয়া : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.): দরিদ্র মানুষদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রাজমাতা সিন্ধিয়া। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ''রাজ সত্তা'' নয় জন প্রতিনিধিদের জন্য ''জনসেবা''-ই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার রাজমাতা সিন্ধিয়ার জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার সম্মানে ১০০ টাকার স্মারক কয়েন প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজমাতার জন্ম ১৯১৯ সালের ১২ অক্টোবর, মধ্যপ্রদেশের সগর জেলায়। তাঁর বাবা ঠাকুর মহেন্দ্র সিং ছিলেন সরকারি আধিকারিক। মহেন্দ্র সিং এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী চূড়া দেবেশ্বরী দেবীর বড় মেয়ে ছিলেন তিনি। জন্মের পরে নাম রাখা হয়েছিল লেখা দিব্যেশ্বরী দেবী। সগরে দাদু-দিদিমার কাছেই বড় হন দিব্যেশ্বরী। তিনি কোনও দিন তাঁর বাবার সঙ্গে থাকেননি। দিদিমা রানি ধনকুমারী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব পড়েছিল নাতনি দিব্যেশ্বরীর জীবনে।

রাজমাতা সিন্ধিয়ার জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'দরিদ্র মানুষদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রাজমাতা সিন্ধিয়া। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ''রাজ সত্তা'' নয় জন প্রতিনিধিদের জন্য ''জনসেবা''-ই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, মহিলা ক্ষমতায়নে রাজমাতা সিন্ধিয়ার দূরদৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে দেশ।

লখনউয়ের ধোবি ঘাটে ভয়াবহ আগুন, হতাহতের খবর নেই

লখনউ, ১২ অক্টোবর (হি.স.): গভীর রাতে আগুন-আতঙ্ক উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউয়ে। রবিবার গভীর রাতে লখনউয়ের আইশবাগ এলাকায় ধোবি ঘাটে ভয়াবহ আগুন লাগে। রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ ধোবি ঘাটে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ওই এলাকায় ৫০-৬০টি ঝুপড়ি থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, কিন্তু দমকল কর্মীদের তৎপরতায় সোমবার ভোররাত ২.৪৫ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকল অফিসার বিজয় কুমার সিং জানিয়েছেন, রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ ধোবি ঘাটে আগুন লাগার, ১৫ মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাই। ওই এলাকায় ৫০-৬০টি ঝুপড়ি রয়েছে। হতাহতের কোনও খবর নেই। ভোররাত ২.৪৫ মিনিটের মধ্যেই আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

বড়সড় সাফল্য, শ্রীনগরে এনকাউন্টারে নিকেশ কুখ্যাত দু''জন লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১২ অক্টোবর (হি.স.): শ্রীনগরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শ্রীনগরের রামবাগ এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের দু''জন কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী। নিহত দু''জন সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে একজনের নাম-পাকিস্তানি জঙ্গি সাইফুল্লাহ, সাইফুল্লাহ লস্কর জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার। খতম হয়েছে স্থানীয় একজন লস্কর জঙ্গিও। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর সোমবার সকাল থেকেই শ্রীনগরের রামবাগের বারজুল্লা এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর যৌথ বাহিনী।

অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনীও পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেয়। কাশ্মীরের আইজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, জঙ্গিদের আত্মসমর্পন করতে বলা বলা হয়েছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ না করে জঙ্গিরা গুলি চালাতে থাকে। দুপুরের মধ্যেই এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে লস্কর কমান্ডার সাইফুল্লাহ-সহ দু''জন জঙ্গি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। আইজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে শ্রীনগরের নওগাম এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত সাইফুল্লাহ। এছাড়াও চাদুরা হামলার ঘটনাতেও জড়িত ছিল সাইফুল্লাহ।

ওড়িশায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,০৪০, সংক্রমিত ২,৫৪,৬৬২

ভুবনেশ্বর, ১২ অক্টোবর (হি.স.): ওড়িশায় করোনা কেড়ে নিল আরও ১৮ জনের প্রাণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২,৪২৩ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৪,৬৬২। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৮ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৪০। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ওড়িশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,২৭, ৬১৫ জন।

সোমবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২,৪২৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৪,৬৬২। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৫,৯৫৪ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২,২৭,৬১৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,০৪০-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক খোর্দা জেলায়, সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৯ জন, কটকে ১১৮ জন, আঙ্গুলে ২৩৯ জন, ময়ূরভঞ্জে ১২৮ জন এবং সুন্দরগড় জেলায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৯৫ জন।

দিনহাটায় গৃহবধূর গলা কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

দিনহাটা, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটা থানার অন্তর্গত গোসানিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকিয়াপাড়া এলাকায় গৃহবধূর গলা কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। মৃত গৃহবধূর নাম মৌসুমী বর্মন(২৭)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে চকিয়াপাড়ার বাসিন্দা বকুল বর্মনের স্ত্রীর গলা কাটা রক্তাক্ত দেহ বাড়ির শৌচাগারের সামনে দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারাল অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এদিন খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, গভীররাতে খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে। এদিন মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় মৃতার স্বামী ও পরিবারের অপর একজন সদস্যকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।